আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতার কড়চা
২ নভেম্বর শনিবার ২০২৪

ঋত্বিক ১০০

■ ১৯২৫-এর ৪ নভেম্বর জন্ম ঋত্বিককুমার ঘটকের। আর এক ৪ নভেম্বর দোরগোড়ায়, একশো বছর ছোঁয়ার মুহূর্তটি। জন্মশতবর্ষের সূচনা উদ্‌যাপনে 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ'-এর উদ্যোগে শুরু হচ্ছে প্রদর্শনী 'কিনোক্ষ্যাপা ঋত্বিক', অরিন্দম সাহা সরদারের রূপায়ণে। আর্কাইভের 'ঋত্বিক আখড়া'-য় আগে থেকেই আছে বিপুল সম্ভার: ঋত্বিকের নিজের লেখা ও তাঁকে নিয়ে লেখা বই, পত্রিকা; ফিল্ম বুকলেট, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, সংবাদ-কর্তিকা; তাঁর পরিচালিত ছবি এবং তাঁকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রের ডিজিটাল সংগ্রহ; বিশিষ্টজনের ভিডিয়ো-অডিয়ো-সাক্ষাৎকার। প্রদর্শনীটি এই বিপুল সংগ্রহ থেকেই চয়িত— মূল ফিল্ম বুকলেট, দুষ্প্রাপ্য বই-পত্রিকায় সাজানো। রয়েছে *মেঘে ঢাকা তারা* ছবির ফরাসি পোস্টার (বাঁ দিকে, সঙ্গে *কোমল গান্ধার*-এর বুকলেট-প্রচ্ছদও)। আগামী সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টায় উদ্বোধন করবেন ঋত্বিকের কয়েকটি ছবির সহকারী চিত্রগ্রাহক গৌর কর্মকার, ভূষিত হবেন 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা'তেও।

১৮ নভেম্বর, সোমবার ২০২৪

আনন্দবাজার পত্রিকা

গাঙ্গুড়ের কথা হাওড়া ও হুগলি

ঋত্বিকের প্রাক্‌ জন্ম-শতবর্ষে

১৯২৫। অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরে হেমন্ত-দিনে জন্ম নিলেন ঋত্বিককুমার ঘটক। বাকিটা ইতিহাস। সেই কালক্রম মেনে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের 'ঋত্বিক আখড়া' বিভাগ এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। শিরোনাম 'কিনোক্ষ্যাপা ঋত্বিক'। থাকছে ঋত্বিক পরিচালিত ৮টি কাহিনিচিত্রের মূল চলচ্চিত্র-পুস্তিকা, ঋত্বিক বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা এবং নানা গ্রন্থের সম্ভার। বিশেষ আকর্ষণ আর্কাইভ দ্বারা সংরক্ষিত অতি দুষ্প্রাপ্য 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রের ফরাসিতে পোস্টার। গত ৪ নভেম্বর ঋত্বিকের ৯৯তম জন্মজয়ন্তীতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্রগ্রাহক গৌর কর্মকার, যিনি ঋত্বিক পরিচালিত কয়েকটি চলচ্চিত্রের সহকারী চিত্রগ্রাহক। জীবনব্যাপী নিবিড় চলচ্চিত্রশিল্প সাধনার জন্য তাঁকে 'জীবনস্মৃতি' সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন ঋত্বিক বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শিল্প ব্যক্তিত্ব হিরণ মিত্র। গৌর কর্মকারকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন হিরণ মিত্র, গোকুল সরকার, প্রবুদ্ধ চট্টোপাধ্যায়, অণিমা সাহা সরদার। অনুষ্ঠানে এস্রাজ বাদনে রূপকথা সাহা সরদার, মন্ত্রপাঠে নিবেদিতা বিশ্বাস, সুজাতা সাহা, পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবন্ধ পাঠে বিয়াস ঘোষ ও সুজাতা সাহা ছিলেন। সঞ্চালনা করেন জীবনস্মৃতির কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার। প্রদর্শনী এবং 'ঋত্বিক-আখড়া'র ভাবনা এবং রূপায়ণে তিনিই।

■প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

সুখবর
: Sukhabar-patrika

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ

www.sukhabar.in SUKHABAR • 1 NOVEMBER 2024 • Friday • কলকাতা • ১৫ কার্তিক ১৪৩১ • শুক্রবার • ১ নভেম্বর ২০২৪ • দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

ধরনায় এসআই

নাদিয়াল থানার ওসির দুর্ব্যবহার ও হেনস্তার প্রতিবাদে ধরনায় বসেছেন ওই থানারই মহিলা এসআই সোমা তরফদার পৃষ্ঠা-৩

কোলাজ

ঋত্বিককুমার ঘটকের প্রাক জন্মশতবর্ষে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের 'ঋত্বিক-আখড়া'। বেদুইনের অ্যাকাডেমির চিত্র প্রদর্শনী পৃষ্ঠা-৭

খেলবেন মাহি

আবার দেখা যাবে মাহি ম্যাজিক। থাকছেন চেন্নাই সুপার কিংসেই। রোহিত মুম্বইতেই। কেকেআরে নেই ক্যাপ্টেন শ্রেয়স, আছেন রাসেল পৃষ্ঠা-৮

আজকের আবহাওয়া

আংশিক মেঘাচ্ছন্ন

বায়ু	১৩ কিমি/ঘণ্টা
তাপমাত্রা	সর্বোচ্চ ৩৪°সেঃ, সর্বনিম্ন ২৪°সেঃ
সূর্যোদয়	৫.৪১
সূর্যাস্ত	৪.৫৯

ঋত্বিককুমার ঘটকের প্রাক জন্মশতবর্ষে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের 'ঋত্বিক আখড়া'

কিনোক্ষ্যাপা ঋত্বিক

১৯২৫সালে পরাধীন, অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরে এক হেমন্তদিনে চলচ্চিত্রবিশ্বের অন্যতম সেরা পরিচালক তথা সাহিত্যিক ঋত্বিককুমার ঘটকের জন্ম হয়। বাকিটুকু আজ ইতিহাস। আর, ঐতিহাসিক কালক্রম মেনেই আজ আমরা সেই অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্রপ্রণেতার জন্মশতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি। এই বিশেষ উপলক্ষ্য উদযাপনের জন্য জীবনস্মৃতি আর্কাইভের 'ঋত্বিক আখড়া' বিভাগের সশ্রদ্ধ নিবেদনে 'কিনোক্ষ্যাপা ঋত্বিক'নামে এক প্রদর্শনী শুরু হবে সোমবার ৪ নভেম্বর ঋত্বিককুমার ঘটক পরিচালিত মুক্তিপাওয়া ৮টি কাহিনিচিত্রের মূল চলচ্চিত্র-পুস্তিকা, ঋত্বিককে নিয়ে দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা আর বইয়ের প্রদর্শনী শুরু হবে।

প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ আর্কাইভে সংরক্ষিত অতি দুষ্প্রাপ্য 'মেঘে ঢাকা তারা' চলচ্চিত্রের ফরাসি ভাষার মূল পোস্টারের প্রদর্শন। ঋত্বিকুমার ঘটকের ৯৯বছর পূর্ণ করে ১০০বছরে পা দেওয়ার মুহূর্তে ৪নভেম্বর সোমবার বিকেল ৫.৩০ টায়। সূচনাসাথী অধ্যাপক তথা ঋত্বিক বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আর বিশিষ্ট শিল্পব্যক্তিত্ব হিরণ মিত্র। প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রগ্রাহক (সিনেমাটোগ্রাফার) গৌর কর্মকার। তিনি ঋত্বিককুমার ঘটক পরিচালিত কয়েকটি চলচ্চিত্রের সহকারী চিত্রগ্রাহক। বিশেষ এই দিনে গৌর কর্মকারকে তাঁর

জীবনজুড়ে নিবিড় চলচ্চিত্র-শিল্প-সাধনার জন্য 'শতবর্ষে ঋত্বিক স্মরণ' উপলক্ষ্যে 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা ২০২৪'এ বরণ করে নেওয়া হবে।

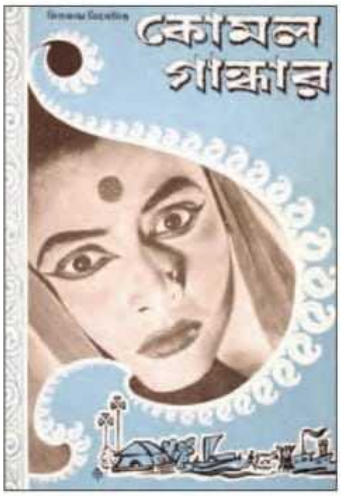

'ঋত্বিক আখড়া' বিভাগে রয়েছে–

(১) ঋত্বিককুমার ঘটকের নিজের লেখা আর তাঁকে নিয়ে লেখা বাংলা আর অন্যান্য ভাষায় বেরোন দুষ্প্রাপ্য বইআর পত্র-পত্রিকার মূল আর ডিজিটাল সংগ্রহ।

(২) ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ৮টি কাহিনিচিত্রের মূল ও ডিজিটাল বুকলেট, পোস্টার, পত্রিকা-পৃষ্ঠায় ছাপা বিজ্ঞাপন ও ঋত্বিক সংক্রান্ত সংবাদপত্রর কাটিং।

(৩) তাঁর পরিচালিত কাহিনিচিত্র, তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা আর তাঁকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রের ডিজিটাল সংগ্রহ। এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হিরণ মিত্রের ভাবনায় ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি কাহিনিচিত্রের শিল্পরূপ ও তাঁর তুলিতে ঋত্বিকের ১টি বিশেষ প্রতিকৃতি এই সংগ্রহশালার এক অমূল্য সম্পদ।

(৪) ঋত্বিককে নিয়ে বিভিন্ন গবেষক আর চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িতদের ভিডিও সাক্ষাৎকারের ১টি সংগ্রহের কাজও এরমধ্যে শুরু করা হয়েছে। এই অংশে রয়েছে ২০০৭ সালে অরিন্দম সাহা সরদারের নেওয়া সুরমা ঘটকের এক দীর্ঘ অডিও সাক্ষাৎকার।

প্রদর্শনী আর 'ঋত্বিক-আখড়া'র ভাবনা আর রূপায়ণে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার।

দৈনিক স্টেটসম্যান
১৩ মে সোমবার ২০২৪
বঙ্গদর্পণ

জীবনস্মৃতি'র জন্মদিন

নবম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এ বছরও জীবনস্মৃতি সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হলো বৃক্ষরোপণ, গুণীজন সম্বর্ধনা এবং রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা ও নিবন্ধ পাঠের মধ্য দিয়ে। বিগত প্রায় আড়াই দশকের উপর সময় নিয়ে একজন মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় আন্দোলন কর্মী হিসাবে অনিন্দ্য হাজরা কাজ করে চলেছেন লিঙ্গচেতনা, বর্ণব্যবস্থা ও শ্রম-এর বিবেচনার সংযোগক্ষেত্র বা ইন্টারসেকশন ধরে।

কোতি ও হিজড়া লিঙ্গ পরিচিতি ভিত্তিক জনগোষ্ঠীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের প্রথম গোষ্ঠী সংগঠনদের অন্যতম, 'প্রত্যয় জেন্ডার ট্রাস্ট'-এর সহ সংগঠক অনিন্দ্য। সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য জীবনস্মৃতি-এর 'নবচেতনা সম্মাননা' তাঁর এই ধারাবাহিক কাজের জন্য জীবনস্মৃতি-এর পক্ষ থেকে সেই ঋণটুকু স্বীকার করার একটি বিনম্র আয়োজন মাত্র ছিল।

এদিন সম্মাননা জ্ঞাপন করলেন জীবনস্মৃতি-এর চালিকাশক্তি অণিমা সাহা সরদার। ওইদিন অনিন্দ্য হাজরার আলোচনার বিষয় ছিল 'আর্কাইভের লিঙ্গ চরিত'। মন্ত্রপাঠে প্রমিতি রায়, নিবেদিতা বিশ্বাস, সুজাতা সাহা এবং সৌমী মিত্র। একক সংগীতে রূপকথা সাহা সরদার, দোয়েল বসু ও কোয়েলী সরকার I নিবন্ধপাঠে সুজাতা সাহা ও বিয়াস ঘোষ এবং কবিতা পাঠে মৌমিতা পাল ও দেবত্রী চ্যাটার্জী। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ও জীবনস্মৃতি-র আগামী কর্মসূচি প্রসঙ্গে কথালাপ আর্কাইভের অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদার।

দৈনিক স্টেটসম্যান

২০ মে সোমবার ২০২৪

মৃণাল শতবর্ষে 'জীবনস্মৃতি'

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে যে প্রশ্নটি নিয়ে আজ আর বিতর্কের বড় একটা জায়গা নেই সেটি হলো এই : যে মার্কসবাদী মতাদর্শকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের

ভিত্তি গণ্য করা হত, তার বৌদ্ধিক অনুশীলনে গোড়া থেকেই বড় রকমের বিকৃতি ঘটে গিয়েছিল। আর মার্কসবাদের এই বিকৃত সোভিয়েত ভাষ্যই পরবর্তীকালে একদিকে যেমন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনকে অনিবার্য করে তুলল, অপরদিকে গ্রাস করল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিকে। বহু নতুন তথ্যের আলোকে এখন এও স্পষ্ট হচ্ছে যে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে লেনিনের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তিনি হয়ে পড়েছিলেন সম্পূর্ণ একা। কিন্তু মার্কসের মৃত্যুর পরে তাঁর মূল ভাবনাকে আমল দেওয়া হলো না। তিনি অনুশীলিত হলেন মার্কসবাদের বিকৃত সোভিয়েত ভাষ্যের আলোকে, এককথায় যার মূল কথাটি ছিল যান্ত্রিক বস্তুবাদ। যাঁরা এর বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের ভাবনায় অগ্রাধিকার পেয়েছিল দ্বান্দিকতা এবং চেতনার গুরুত্ব । কিন্তু তাঁরা সোভিয়েত মার্কসবাদের বৌদ্ধিক চর্চায় সম্পূর্ণ ব্রাত্য হয়ে গেলেন, কারণ লেনিনোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে জাঁকিয়ে বসা এক দানবীয় পার্টিতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল জ্ঞানচর্চার একমাত্র নির্ধারক, যেখানে প্রশ্রয় পেল যান্ত্রিক বস্তুবাদ। কেন এমনটা হলো এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বৌদ্ধিক গতিপথ কীভাবে রুদ্ধ হয়ে গেল চারটি পর্বে তারই একটি দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা জীবনস্মৃতি আর্কাইভের উদ্যোগে আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তিলাভ করলো ১৪ এবং ১৫ মে ।

জীবনস্মৃতি-এর একটি দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা : সোভিয়েত মার্কসবাদের বৌদ্ধিক বিকাশ : একটি পুনর্পাঠ। ক)'সোভিয়েত মার্কসবাদ : যান্ত্রিক বনাম বৌদ্ধিক', খ) 'একঘরে লেনিন', গ) 'যা কিছুসব পার্টি লাইন মেনে' এবং ঘ) 'ছাঁচে ঢালা বৌদ্ধিক চর্চা' --মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এই চারটি শিরোনামে চার পর্বে 'সোভিয়েত মার্কসবাদের বৌদ্ধিক বিকাশ : একটি পুনর্পাঠ' বিষয়ে আলোকপাত করলেন অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত। সমগ্র উপস্থাপনাটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণে আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার।

সুখবর
Sukhabar-patrika
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
www.sukhabar.in SUKHABAR ● 3 OCTOBER 2024 ● Thursday ● কলকাতা ● ১৬ আশ্বিন ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ৩ অক্টোবর ২০২৪ ● দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মানুষ পথে নেমেছে, নামছে। রাত দখল করেছে, করছে। সব বয়সের, লিঙ্গের, পেশার মানুষ এক হয়ে মিছিল করেছে, করছে, মানববন্ধন করেছে, করছে কেবল একটাই দাবিতে। 'তিলোত্তমার বিচার চাই'। যেখানে কোনো রাজনৈতিক দলের পতাকা নেই, সামনের সারিতে কোনো বিশিষ্টজন নেই। সেখানে শুধু মানুষ, মানবতাবাদের লড়াইয়ে শামিল নির্ভীক লাখ লাখ জনগণ আর তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। মেয়েটি প্রাণ দিল দুর্নীতির বিরোধিতা করবার জন্য। মেয়েটি মেয়ে বলে নয়। পুরুষের লালসার জন্যে নয়। অসামান্য সাহসী তিলোত্তমার নির্মম হত্যা, সেই হত্যার প্রমাণ লোপাট, ভয় দেখানোর সংস্কৃতি, এই সব কিছুর বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা রেখে লাখ লাখ লোক রাজপথকে মুহূর্তে পরিণত করল জনপথে। কোনো ভাতা কিংবা অনুদানের তোয়াক্কা না করে তিলোত্তমা-হত্যার প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুন ছাত্র সমাজের লড়াইয়ের মশাল হয়ে ছড়িয়ে পড়লো বাংলা, ভারত তথা বিশ্বের অঙ্গনে সব মানবতাবাদী মানুষের হাতে হাতে।

এই বিদ্রোহকে ঘিরে কাগজে, ক্যানভাসে, দেওয়ালে, রাস্তায় লেখা হচ্ছে স্লোগান, আঁকা হচ্ছে ছবি আর গাওয়া হচ্ছে গান।

জীবনস্মৃতি আর্কাইভ আর পোস্টার ওয়ার্কশপের যৌথ উদ্যোগে হাতে আঁকা ২৭টি পোস্টার যা এই সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, সেসব জোগাড় করে তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে মহালয়া'র দিন ২ অক্টোবর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৪টে থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত 'এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ' নামে প্রদর্শনী চলছে। প্রদর্শনীর কিউরেটার অরিন্দম সাহা সরদার। মহালয়া'র দিন বিকেল ৫টা৩০মিনিটে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনে ছিলেন মীরাতুন নাহার, অনীতা মিত্র, হিরণ মিত্র, শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও প্রবালচন্দ্র বড়াল। সঙ্গে জীবনস্মৃতির সাথীদের নিবেদনে ছিল মন্ত্রপাঠ, এসরাজ বাজনা, গান, কবিতা আর নাটিকা। এই উদ্যোগে সব মানবতাবাদী বন্ধুদের ডাক দেওয়া হয় 'এ থ্রি' সাইজের হাতে তৈরি পোস্টার নিয়ে আসার জন্য। তিলোত্তমা বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে আর নতুন নতুন পোস্টার প্রদর্শিত হবে।

হাওড়া ও হুগলি
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার ১০ অক্টোবর ২০২৪

রং-তুলিতে প্রতিবাদ ষষ্ঠীর পথে, হল সভাও

নিজস্ব সংবাদদাতা
শ্রীরামপুর

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। কোথাও আলো ঝলমলে পথে ঠাকুর দেখার আনন্দ। কোথাও পথ জুড়ে ছড়াল প্রতিবাদের ভাষা। দেবীর বোধনের দিনে হুগলি জেলায় নাগরিক সমাজের একাংশ ফের জানান দিল, আর জি কর-কাণ্ডের বিচার হওয়া ইস্তক তারা উৎসবে নেই। জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের সমর্থনে ভবা পুজোয় অনশন কর্মসূচিও নেওয়া হল।

প্রশাসনের উদ্যোগে হুগলি জেলার পুজো কার্নিভাল এ বার হবে শ্রীরামপুরে মাহেশের স্নানপিড়ি মাঠ থেকে বটতলা পর্যন্ত জিটি রোড ধরে। ষষ্ঠীতে স্নানপিড়ি মাঠের আশপাশে ওই পথের ধারে চলল রং-তুলি হাতে প্রতিবাদ। দেওয়ালে এঁকে, পোস্টার হাতে প্রতিবাদে নামলেন একদল যুবক-যুবতী। সৌভিক নেগেল নামে এক যুবক জানান, কর্মসূচি চলবে চতুর্দশী পর্যন্ত। শহরের নানা জায়গায় আঁকায়, কবিতার লাইনে, স্লোগানে দেওয়াল ভরানো হবে। উদ্যোগের সমর্থনকারীরা মনে করছেন, আর জি করের আবহে কার্নিভাল প্রতিবাদের স্বতঃস্ফূর্ততা দমানোর চেষ্টা। তাই এই কর্মসূচি। প্রতিবাদের নাম 'অভয়া কার্নিভাল'। কার্নিভাল বছের আর্জি জানিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি পাঠানোর তোড়জোড় করছেন নাগরিকদের একাংশ।

এ দিন সন্ধ্যায় চন্দননগর নাগরিক সমাজের ডাকে পথসভা

■ রং-তুলিতে প্রতিবাদ। বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরে।

হল শহরের আইএমএ ভবনের সামনে। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আজ, বৃহস্পতিবার থেকে প্রতিদিন এখানকার প্রতিনিধিরা কলকাতার ধর্মতলায় জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন মঞ্চে হাজির থাকবেন। আগামী শনিবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চলবে আইএমএ ভবনের সামনে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, "অনশনরত চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। সরকার অবিলম্বে সমস্যা সমাধান করুক।"

কাল, শুক্রবার কোন্নগর নবগ্রামে মিষ্টি মহল মোড়ে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী প্রতিবাদ অনশন অবস্থানের ডাক দিয়েছে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সংগঠনের তরফে সঞ্জীব আচার্য বলেন, "ঘরের মেয়ের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে, উৎসবেও মানুষ তা ভুলতে পারে না। জুনিয়র চিকিৎসকেরা অনশন শুরু করেছেন। তাঁদের জন্যও আমরা উদ্বিগ্ন। এই শোক আর উদ্বেগ নিয়ে উৎসবে শামিল হওয়ার মানসিকতা নেই।" তাঁর সংযোজন, "আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, দ্রুত ভুক্তাবদের সব দাবি পূরণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার এবং অভয়ার বিচার। যাতে মানুষ সুস্থ মন নিয়ে উৎসবে শামিল হতে পারেন।"

নিহত ও ধর্ষিতা চিকিৎসক ছাত্রীর বিচারের দাবিতে 'এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ' শিরোনামে উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আর্কাইভ এবং পোস্টার ওয়ার্কশপের উদ্যোগে হাতে আঁকা ২৭টি পোস্টারের প্রদর্শনী হয়ে গেল। পোস্টারগুলি আর জি কর কাণ্ডে চলা আন্দোলনের ঢেউয়ের এক দলিল। মহালয়া থেকে সোমবার পর্যন্ত জীবনস্মৃতি ভবনে ওই আয়োজনের মূল পরিকল্পনা প্রদর্শনীর কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের। তিনি বলেন, "আমাদের আহ্বান, এ-থ্রি মাপের হাতে বানানো পোস্টার নিয়ে আমাদের প্রদর্শনীতে আসার জন্য। তিলোত্তমার বিচার না পাওয়া পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে। নতুন নতুন পোস্টারে প্রতিবাদের ভাষা, অঙ্গীকার প্রতিফলিত হবে।" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মীরাতুন নাহার, অনীতা মিত্র, হিরণ মিত্র, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রবালচন্দ্র বড়াল। ছিল মন্ত্রপাঠ, গান, কবিতা, নাটিকা পাঠ ও আলোচনা।

হাওড়া ও হুগলি
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার ১০ অক্টোবর ২০২৪

রং-তুলিতে প্রতিবাদ ষষ্ঠীর পথে, হল সভাও

নিজস্ব সংবাদদাতা
শ্রীরামপুর

ষষ্ঠীর সন্ধ্যা। কোথাও আলো ঝলমলে পথে ঠাকুর দেখার আনন্দ। কোথাও পথ জুড়ে ছড়াল প্রতিবাদের ভাষা। দেবীর বোধনের দিনে হুগলি জেলায় নাগরিক সমাজের একাংশ ফের জানান দিল, আর জি কর-কাণ্ডের বিচার হওয়া ইস্তক তারা উৎসবে নেই। জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের সমর্থনে ভবা পুজোয় অনশন কর্মসূচিও নেওয়া হল।

প্রশাসনের উদ্যোগে হুগলি জেলার পুজো কার্নিভাল এ বার হবে শ্রীরামপুরে মাহেশের স্নানপিড়ি মাঠ থেকে বটতলা পর্যন্ত জিটি রোড ধরে। ষষ্ঠীতে স্নানপিড়ি মাঠের আশপাশে ওই পথের ধারে চলল রং-তুলি হাতে প্রতিবাদ। দেওয়ালে এঁকে, পোস্টার হাতে প্রতিবাদে নামলেন একদল যুবক-যুবতী। সৌভিক নেগেল নামে এক যুবক জানান, কর্মসূচি চলবে চতুর্দশী পর্যন্ত। শহরের নানা জায়গায় আঁকায়, কবিতার লাইনে, স্লোগানে দেওয়াল ভরানো হবে। উদ্যোগের সমর্থনকারীরা মনে করছেন, আর জি করের আবহে কার্নিভাল প্রতিবাদের স্বতঃস্ফূর্ততা দমানোর চেষ্টা। তাই এই কর্মসূচি। প্রতিবাদের নাম 'অভয়া কার্নিভাল'। কার্নিভাল বছের আর্জি জানিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি পাঠানোর তোড়জোড় করছেন নাগরিকদের একাংশ।

এ দিন সন্ধ্যায় চন্দননগর নাগরিক সমাজের ডাকে পথসভা

■ রং-তুলিতে প্রতিবাদ। বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরে।

হল শহরের আইএমএ ভবনের সামনে। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আজ, বৃহস্পতিবার থেকে প্রতিদিন এখানকার প্রতিনিধিরা কলকাতার ধর্মতলায় জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন মঞ্চে হাজির থাকবেন। আগামী শনিবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চলবে আইএমএ ভবনের সামনে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, "অনশনরত চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। সরকার অবিলম্বে সমস্যা সমাধান করুক।"

কাল, শুক্রবার কোন্নগর নবগ্রামে মিষ্টি মহল মোড়ে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী প্রতিবাদ অনশন অবস্থানের ডাক দিয়েছে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সংগঠনের তরফে সঞ্জীব আচার্য বলেন, "ঘরের মেয়ের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে, উৎসবেও মানুষ তা ভুলতে পারে না। জুনিয়র চিকিৎসকেরা অনশন শুরু করেছেন। তাঁদের জন্যও আমরা উদ্বিগ্ন। এই শোক আর উদ্বেগ নিয়ে উৎসবে শামিল হওয়ার মানসিকতা নেই।" তাঁর সংযোজন, "আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, দ্রুত ভুক্তাবদের সব দাবি পূরণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার এবং অভয়ার বিচার। যাতে মানুষ সুস্থ মন নিয়ে উৎসবে শামিল হতে পারেন।"

নিহত ও ধর্ষিতা চিকিৎসক ছাত্রীর বিচারের দাবিতে 'এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ' শিরোনামে উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আর্কাইভ এবং পোস্টার ওয়ার্কশপের উদ্যোগে হাতে আঁকা ২৭টি পোস্টারের প্রদর্শনী হয়ে গেল। পোস্টারগুলি আর জি কর কাণ্ডে চলা আন্দোলনের ঢেউয়ের এক দলিল। মহালয়া থেকে সোমবার পর্যন্ত জীবনস্মৃতি ভবনে ওই আয়োজনের মূল পরিকল্পনা প্রদর্শনীর কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের। তিনি বলেন, "আমাদের আহ্বান, এ-থ্রি মাপের হাতে বানানো পোস্টার নিয়ে আমাদের প্রদর্শনীতে আসার জন্য। তিলোত্তমার বিচার না পাওয়া পর্যন্ত প্রদর্শনী চলবে। নতুন নতুন পোস্টারে প্রতিবাদের ভাষা, অঙ্গীকার প্রতিফলিত হবে।" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মীরাতুন নাহার, অনীতা মিত্র, হিরণ মিত্র, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, প্রবালচন্দ্র বড়াল। ছিল মন্ত্রপাঠ, গান, কবিতা, নাটিকা পাঠ ও আলোচনা।

এই সময়

২১ সেপ্টেম্বর শনিবার ২০২৪

হাতের ছাপ

মার্চ, ১৯৩৯। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্যামলী বাড়িতে। দুপুর ২টো নাগাদ প্রখর রোদে অমিতা সেন (খুকু) ও সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী কবির হাতের ছাপ নিতে তাঁর বাড়ির পথে রওনা হলেন। সঙ্গে কাচের ফলক, রাবারের রোলার, ছাপাখানার কালো কালি, কাগজ, তোয়ালে, সাবান। দেখলেন, শ্যামলীর দক্ষিণের প্রবেশপথ খসখসের পর্দায় ঢাকা। ভিতরে টেবিল-চেয়ারে কবি লিখছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?' অমিতার জবাব, 'আমি অমিতা আর সন্তোষ ভঞ্জরা, আমরা একটা দরবার নিয়ে এসেছি।' কবি বললেন, 'এমন সময়ে কী দরবার? ভিতরে এসে বোস।' সন্তোষকুমার বললেন, 'আমরা পামিস্ট্রি করছি, ইচ্ছা হয়েছে আপনার হাতের ছাপ নিয়ে দেখব।' কবি বললেন, 'ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ কার না আছে! যদি বলতে পারো খুশি হব। একজন জার্মান ফ্রেনোলজিস্ট আমার মাথার নানা দিক থেকে মাপজোক নিয়ে ভবিষ্যৎ বলেছিল— আমার নাকি আর একটা বিয়ে হবে।' বলেই হো হো হাসি। 'তোমরা দেখো তো সত্যি কি না।' কাচের ফলকে রোলার দিয়ে সমান করে কালো কালি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে কালি দেওয়া হল, দু'হাতের ছাপ নেওয়া হল। কাগজে সইও করে দিলেন কবি। ১২ সেপ্টেম্বর, জীবনস্মৃতি-র প্রদর্শকক্ষে 'রবীন্দ্রনাথের হাতের ছাপ ও একটি নিবন্ধ' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনে অণিমা সাহা সরকার। সঙ্গে মন্ত্রপাঠ, নিবন্ধপাঠ ও কবিতাপাঠ।

পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও নিবন্ধ রচনায় অরিন্দম সাহা সরকার।

সুখবর
: Sukhabar-patrika
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
www.sukhabar.in
SUKHABAR ● 13 SEPTEMBER 2024 ● Friday ● কলকাতা ● ২৭ ভাদ্র ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ● দাম : ৪.০০ টাকা
প্রভাহী দৈনিক

জীবনস্মৃতির অভিনব চিত্রপ্রদর্শনী

রবীন্দ্রনাথের হাতের ছাপ ও একটি নিবন্ধ

■ তখন ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসের শেষ দিক। রবীন্দ্রনাথ তখন শ্যামলী বাড়িতে থাকেন। একদিন দুপুর দুটো নাগাদ প্রখর রৌদ্র তাপকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অমিতা সেন (খুকু) আর সন্তোষকুমার ভঞ্জ চৌধুরী রওনা হলেন শ্যামলী বাড়ির পথে গুরুদেবের হাতের ছাপ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ছাপ নেওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম যথা ১টি কাচের ফলক, রাবারের রোলার, ছাপাখানার কালো কালি, কাগজ, তোয়ালে ও সাবান।

চারদিকে লু বইছে, জনশূন্য পথ । কিন্তু এসবের কোনো ছাপ তাঁদের অন্তরে-বাহিরে এক্কেবারেই নেই। তাঁরা পথ হেঁটে চলেছেন বিপুল উৎসাহে, কবিগুরুর হাতের ছাপ সংগ্রহের উত্তেজনায়। শ্যামলীর দক্ষিণের প্রবেশপথ খসখসের পর্দায় ঢাকা। পর্দার পাশে ভেতরে একটা টেবিল আর তার ধারের চেয়ারে বসে রবীন্দ্রনাথ তখন লিখছেন। অতি সন্তর্পণে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথের গোচরে এলেন দু'জনে। ভেতর থেকে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন, 'কে?' খসখসের পর্দা সামান্য ফাঁক করে বাইরে থেকেই অমিতার জবাব, 'আমি অমিতা আর সন্তোষ ভঞ্জদা— আমরা একটা দরবার নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

গুরুদেব বলেন, 'এমন সময় কী দরবার তোদের? ভেতরে এসে বোস।'

তাঁরা ভেতরে ঢুকে প্রণাম করলেন রবীন্দ্রনাথকে। সন্তোষকুমার এবার বললেন, 'আমরা পামিস্ট্রি চর্চা করছি, আমাদের ইচ্ছা হয়েছে আপনার হাতের ছাপ নিয়ে তা আমরা দেখব।' রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভালো কথা, ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ কার না আছে। যদি ভবিষ্যৎ বলতে পার খুশি হব। একজন জার্মান ফ্রেনোলজিস্ট আমার মাথার নানা দিক থেকে মাপজোখ নিয়ে ভবিষ্যৎ বলেছিল--আমার নাকি আর একটা বিয়ে হবে।' বলেই গুরুদেব হো হো করে হেসে বললেন, 'তোমরা দেখ তো সেটা সত্যি কিনা।'

এবার হাসি কি আর কোনো বাধ মানে, বাকি দু'জনেও হেসে উঠলেন রবীন্দ্রনাথের এহেন রসিকতা রস বর্ষণে।

এবার শুরু হল ছাপ নেওয়ার শেষ প্রস্তুতি। কাচের ফলকে রোলার দিয়ে সমান করে কালো কালি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে যেই না সে কালি দেওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ প্রস্তুত, তখনই গুরুদেব বলে উঠলেন, 'আমার অঙ্গে কালিমা লেপন করছিস তোরা, দুঃসাহস তো কম নয়।

আর কেউ এমন করতে সাহস করত না।'

দু'জনেই এবার কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আমরা পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে দেব, একটুও কালি থাকবে না।'

২হাতেরই ছাপ নেওয়া হল কাগজে। তাঁদের স্বপ্ন এবার ঘোর বাস্তব। ছাপ নেওয়ার পর সুন্দর করে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল তাঁর হাত। ছাপ নেওয়া কাগজে সইও করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই হল কবির হাতের ছাপ নেওয়ার ইতিহাস।

বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর সন্ধে ৬টায় হুগলির উত্তরপাড়ায় জীবনস্মৃতি'র প্রদর্শকক্ষে ' রবীন্দ্রনাথের হাতের ছাপ ও একটি নিবন্ধ' প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন অণিমা সাহা সরদার। প্রদর্শনীর পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও নিবন্ধকার অরিন্দম সাহা সরদার। নিবন্ধ পাঠে ছিলেন রিয়াস ঘোষ। অনুষ্ঠানে আরো নানা জন মন্ত্রপাঠ, ছড়া ও নিবন্ধ পাঠ করেন। অংশ নেন নিবেদিতা বিশ্বাস, সুজাতা সাহা, সৌমী মিত্র, মানসী বিশ্বাস,পুষ্পিতা ব্যানার্জি, দেবত্রী চ্যাটার্জি ও প্রিয়াংশ বিশ্বাস।

প্রদর্শনী চলবে রবিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ঠিকানা: জীবনস্মৃতি, ৭০, রামসীতাঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকালী,কলকাতা ৭১২২৩২।

দৈনিক স্টেটসম্যান
২ সেপ্টেম্বর সোমবার ২০২৪

কাজী নজরুলের অপ্রকাশিত একটি গানের প্রথম প্রকাশ

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত অনেক গানই এখনো পর্যন্ত শ্রোতাদের কাছে অশ্রুত। তেমনি একটি ধ্বনিমুদ্রিকায় অপ্রকাশিত গান– 'হে শ্যাম কল্যাণ দাও'-এর খোঁজ মিললো দীপালি নাগের সুযোগ্য ছাত্রী কাকলী সেনের সংগ্রহ থেকে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নজরুলের তত্ত্বাবধানে তাঁরই রচিত প্রায় ১৮টি গানে সুরারোপ এবং কণ্ঠদান করেন দীপালি নাগ। দীপালি নাগের গানের খাতায় সেই সব গানের হদিস মেলে। যা আমরা নানা তথ্যের আলোকে জানতে পারি

দীপালি নাগের তত্ত্বাবধানে কাকলী সেনের গবেষণালব্ধ 'ফৈয়াজী আলোকে নজরুলগীতি' গ্রন্থ থেকে। সেই সুত্রে আমরা এ-ও জানতে পারি যে, নজরুল রচিত একটি গান— 'হে শ্যাম কল্যাণ দাও' দীপালি নাগের সুরে ও কণ্ঠে সেই সময় গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড হওয়া সত্ত্বেও কোন এক অজানা কারণে তা প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু আনন্দের বিষয়, সেই গানের বাণী দীপালি নাগের নিজের হাতের লেখায় রক্ষিত ছিলো তাঁরই একটি গানের খাতায়। তাঁর গুরু উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে শেখা 'জাত উমরিয়া অব নঁহী ধ্যান', শ্যাম-কল্যাণ রাগ এবং ঝাঁপতালে নিবদ্ধ আগ্রা ঘরানার এই বন্দিশ থেকেই দীপালি নাগ 'হে শ্যাম কল্যাণ দাও' গানের সুরের রূপটি গ্রহণ করেছিলেন।

নজরুলের প্রতি ভালোবাসায় ইতিহাস সচেতন কাকলী সেন দীপালি নাগের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলেন সেই গান। প্রতিলিপি করেছিলেন দীপালি নাগের হাতে লেখা গানের মূল পাণ্ডুলিপি এবং নিজের গানের খাতায় তার স্বরলিপি লিখে দীপালি নাগকে দিয়ে সইও করিয়ে নিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, সুরের বিশুদ্ধতা প্রমাণের নিরিখে।

জীবনস্মৃতি আকাইভের উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্মবর্ষে ধ্বনিমুদ্রিকায় অপ্রকাশিত এই গানটি কাকলী সেনের কণ্ঠে এবং তার একটি সংগীত-দৃশ্য উপস্থাপনা অরিন্দম সাহা সরদারের ভাবনা ও রূপায়ণে শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে প্রকাশ পেল আকাইভের ইউটিউব চ্যানেলে ২৬ আগস্ট সোমবার ২০২৪ জন্মাষ্টমীর দিন সন্ধ্যা ৬ টায়। এই উপস্থাপনায় নৃত্য এবং অভিনয় করেছেন বিয়াস ঘোষ। উপস্থাপনাটি প্রকাশ করলেন সংগীত শিল্পী ও গবেষক স্বপন সোম।

সুখবর
Sukhabar-patrika
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
www.sukhabar.in SUKHABAR ● 22 AUGUST 2024 ● Thursday ● কলকাতা ● ৫ ভাদ্র ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২২ আগস্ট ২০২৪ ● দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

নজরুলের লেখা ধ্বনিমুদ্রিকায় অপ্রকাশিত গানের রিলিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাজী নজরুল ইসলামের লেখা অনেক গানই এখনো পর্যন্ত শ্রোতাদের কাছে অশ্রুত। তেমনি এক ধ্বনিমুদ্রিকায় অপ্রকাশিত গান— 'হে শ্যাম কল্যাণ দাও'এর খোঁজ মিলল বিদুষী দীপালি নাগের ছাত্রী কাকলী সেনের সংগ্রহ থেকে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে নজরুলের তত্ত্বাবধানে তাঁরই লেখা প্রায় ১৮টি গানে সুর দিয়ে গান করেন দীপালি নাগ। দীপালি নাগের গানের খাতায় সেসব গানের হদিস মেলে। যা নানা তথ্যের আলোকে জানা যায়, দীপালি নাগের তত্ত্বাবধানে কাকলী সেনের গবেষণায় লেখা 'ফৈয়াজী আলোকে নজরুলগীতি' বই থেকে। সেই সুত্রে এও জানা যায়, নজরুলের লেখা একটি গান— 'হে শ্যাম কল্যাণ দাও' দীপালি নাগের সুরে ও কণ্ঠে সেসময় গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড হওয়া সত্ত্বেও কোনো এক অজানা কারণে তা বেরোয়নি। এখনো পর্যন্ত নয়।

কিন্তু আনন্দের বিষয়, সেই গানের বাণী দীপালি নাগের নিজের হাতের লেখায় রাখা ছিল তাঁরই একটি গানের খাতায়। তাঁর গুরু উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে শেখা 'জাত উমরিয়া অব নঁহী ধ্যান', শ্যাম-কল্যাণ রাগ আর ঝাঁপতালে নিবদ্ধ আগ্রা ঘরানার এই বন্দিশ থেকেই দীপালি নাগ 'হে শ্যাম কল্যাণ দাও' গানের সুরের রূপটি নেন। নজরুলের প্রতি ভালোবাসায় ইতিহাসসচেতন কাকলি সেন দীপালি নাগের কাছ থেকে শিখে নেন সেই গান। প্রতিলিপি করেন দীপালি নাগের হাতে লেখা গানের মূল পাণ্ডুলিপি আর নিজের গানের খাতায় তার স্বরলিপি লিখে দীপালি নাগকে দিয়ে সইও করিয়ে নেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, সুরের বিশুদ্ধতা প্রমাণের নিরিখে।

জীবনস্মৃতি আর্কাইভের উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবর্ষে ধ্বনিমুদ্রিকায় অপ্রকাশিত এই গানটি কাকলী সেনের কণ্ঠে এবং তার একটি সঙ্গীত-দৃশ্য উপস্থাপনা অরিন্দম সাহা সরদারের ভাবনা ও রূপায়ণে শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে বেরোবে আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে ২৬ আগস্ট সোমবার জন্মাষ্টমীর দিন সন্ধে ৬ টায়। এই উপস্থাপনায় নৃত্য ও অভিনয় করেছেন বিয়াস ঘোষ। এই উপস্থাপনা প্রকাশ করবেন সঙ্গীতশিল্পী তথা গবেষক স্বপন সোম। এছাড়া জীবনস্মৃতি'র সাথীদের নিবেদনে সেদিনের অনুষ্ঠানে থাকবে মন্ত্রপাঠ, এস্রাজ বাদন, গান, নিবন্ধপাঠ আর কবিতাপাঠ।

এই সময়

৩১ অগস্ট ২০২৪

হে শ্যাম কল্যাণ দাও

কাজি নজরুল ইসলামের অনেক গানই এখনও অশ্রুত। তেমনই একটি ধ্বনিমুদ্রিকায় অপ্রকাশিত গান 'হে শ্যাম কল্যাণ দাও'-এর খোঁজ মিলল দীপালি নাগের ছাত্রী কাকলী সেনের (ছবিতে) সংগ্রহে। কাকলীর 'ফৈয়াজী আলোকে নজরুলগীতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই গান তখন দীপালির সুরে ও কণ্ঠে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড হওয়া সত্ত্বেও অজানা কারণে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু সে গানের বাণী দীপালির একটি গানের খাতায় রক্ষিত ছিল, কাকলী শিখেছিলেন সেখান থেকে। ২৬ অগস্ট, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে এই গান কাকলী সেনের কণ্ঠে এবং তার সংগীত-দৃশ্য উপস্থাপনা অরিন্দম সাহা সরদারের ভাবনা ও রূপায়ণে শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে প্রকাশিত হলো। উপস্থাপনায় নৃত্য ও অভিনয়ে বিয়াস ঘোষ। প্রকাশ করলেন সংগীত-শিল্পী স্বপন সোম।

The Telegraph

india Calcutta 21 Oct. 2024

On display: A 'pressure point' that India and China remember fondly

CHANDRIMA S. BHATTACHARYA

Calcutta: An ongoing exhibition at an acupuncture centre in Mourigram, about 13km from Calcutta, is a reminder of a chapter of camaraderie between India and China that had begun just before World War II and continues till today, outside conflict zones.

The exhibition, a permanent installation featuring photographs of the Indian Medical Mission to China in 1938 during the Second Sino-Japanese War, has been put up at the Indian Research Institute for Integrated Medicine at Mourigram. The institute is a reputed centre of acupuncture and owes its origin to the 1938 medical mission of Indian doctors who fought at the battlefront in China.

The photographs tell the story of the mission and the birth of the institute. The exhibition, Bikalpa Brata (Alternative Mission), has been curated by Arindam Saha Sardar of Jibansmriti Digital Archive.

In 1938, after the Japanese had invaded China, Communist General Zhu De had asked Jawaharlal Nehru to send a team of doctors to help the soldiers. It was a cry from a people struggling for their freedom to another.

Subhas Chandra Bose, who was the president of the Indian National Congress then, responded to the appeal. At his initiative, a team of five doctors, who were selected from several parts of India, was organised. "The doctors were Madanlal Atal, team leader, M. Cholkar, Bejoy Kumar Basu, Dwarkanath Kotnis and Debesh Mukherjee," says Debasis Bakshi, who, with his wife Chandana Mitra, runs the Mourigram centre. "They were all trained in modern medicine," says Bakshi. He and Mitra, too, are allopaths by their initial training, and are among the leading acupuncturists of India.

The medical mission to China was historical. The Indian doctors were received warmly at Yan'an by Mao Zedong, the future leader of China. From there, the doctors would go to several parts of China that were under attack from Japan. Subhas Chandra had, in a 1937 article, after stating his admiration for Japan, criticised it as an imperial force and for "dismembering" China.

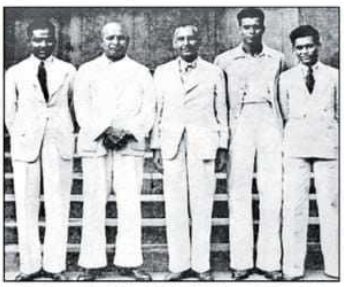

Members of the Indian Medical Mission to China, 1938. (From left) Bejoy Kumar Basu, M Cholkar, Madanlal Atal, Debesh Mukherjee and Dwarkanath Kotnis

Mission doctors with Mao Zedong

The doctors, says Bakshi, often did not receive cooperation from the government of Chiang Kai-shek, who would be ousted by the Communists in 1949.

Kotnis's role in the mission is well-documented. He worked tirelessly in the battlefronts, fighting a severe shortage of medicines. "In spite of acute sickness, Kotnis operated on soldiers for 48 hours tirelessly. He died in 1942," a write-up at the exhibition says.

Mao and the Communist Party did not forget him. They honoured him as a hero. Back home, V. Shantaram made the film *Dr Kotnis Ki Amar Kahani* in 1946 on him.

Less known is the story of Bejoy Kumar Basu, who had graduated from Calcutta Medical College in 1936. Bakshi and Mitra, too, obtained their degrees from Calcutta Medical College, where they were taught by Basu.

"His selection for China was dramatic. At first, Ranen Sen had been selected," says Bakshi. But the colonial government did not want him to go because he was a Communist — sending an Indian party member to China itself was too hazardous. So at one day's notice, Basu was selected for China. "The British authorities did not know that Basu was also a Communist Party member, a secret one," laughs Bakshi.

In China, Basu treated wounded soldiers, common people and trained the next line of medical workers. "Amidst bombing," reminds Bakshi. In 1943, Basu returned to India and engaged himself in freedom movement and humanitarian work. He would introduce a few of his students, including Bakshi and Mitra, to acupuncture, which he had been exposed to in China. Acupuncture, as he wanted to practise and teach, was humanitarian work.

"As a tradition, it is 5,000 years old or older," says Mitra. It does not require anything else other than a fine needle. The way she and Bakshi practise it, it is also extremely affordable, so also accessible as a treatment for the poor.

"It is perhaps the second most popular treatment in the world, after allopathy," says Bakshi.

He and Mitra are proof of their belief that there is no contradiction between the two. It is a science, says Bakshi, that works through the application of pressure on or stimulation of certain points of the body and very effective for treating acute and chronic diseases.

"It works by balancing the structure and the functions of the body," says Mitra. "It goes back to 5,000 years or earlier," she says, adding that similar traditions can be seen in other Asian civilisations.

Basu did not only introduce a treatment but he was also part of an India-China friendship, an exchange of ideas, that has survived an Indo-China war, the Emergency and relentlessly strained relations between the two countries.

In 1957, a grateful China had invited the members of the mission to the country. In 1958, Basu went to China again to learn acupuncture. From 1959, he introduced acupuncture treatment in India. He practised in Calcutta and started training doctors.

Bakshi and Mitra were among his first students. In 1974, Dr Dwarkanath Kotnis Memorial Committee was revived. This helped to establish several acupuncture clinics in the country.

In 1981, the Research Institute for Integrated Medicine, or IRIIM, as it is referred to, was set up by Basu's students with Bakshi and Mitra taking leading roles.

In these four decades, the institute has grown. It has also integrated yoga into its practice, which upholds the true essence of India-China friendship, it says. Many people from near and far come to it. It is a non-profit organisation that, inspired by Kotnis and Basu, is trying to reach affordable treatment to common people, remind Bakshi and Mitra, who remain dedicated to it.

The exhibition has 62 photos in three rooms. "We needed to tell the story," says Bakshi.

সুখবর
: Sukhabar-patrika
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
www.sukhabar.in
SUKHABAR ● 6 SEPTEMBER 2024 ● Friday ● কলকাতা ● ২০ ভাদ্র ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ● দাম : ৪.০০ টাকা
প্রভাতী দৈনিক

আকুপাংচার চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে দেশে প্রথম স্থায়ী প্রদর্শশালা বিকল্প ব্রত

■ ১৯৩৮ সাল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে উত্তাল ভারতবর্ষ। ভারতের প্রতিবেশী চিন দেশে 'জাপানী আগ্রাসন বিরোধী জোট' গড়ে দীর্ঘ সংগ্রাম করছেন চিনের মুক্তিকামী জনগণ। তাঁরা 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'এর কাছে চিকিৎসা-সাহায্যের আবেদন জানালে চিনের পাশে দাঁড়ায় পরাধীন ভারতবাসী। প্রচুর চিকিৎসা-সরঞ্জাম নিয়ে ১৯৩৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর সমুদ্রপথে চিনের দিকে রওনা দিল ৫ সদস্যের মেডিক্যাল মিশন। দলে ছিলেন ডাঃ মদনলাল অটল, ডাঃ এম চোলকার, ডাঃ বিজয়কুমার বসু, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস আর ডাঃ দেবেশ মুখোপাধ্যায়।

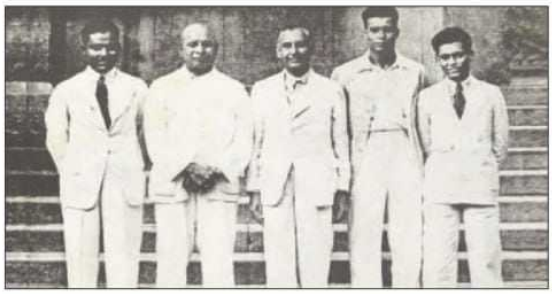

১৯৩৮ থেকে জখম সৈনিকদের চিকিৎসা করে, গ্রামের সংগ্রামী বাসিন্দাদের পাশে থেকে আর তাঁদের ভেতর থেকে পরের বাহিনী গড়ার প্রশিক্ষণে, ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন বিশেষ করে বিজয়কুমার বসু ও দ্বারকানাথ কোটনিস, বিশ্বখ্যাত ডাঃ নরম্যান বেথুনের যোগ্য উত্তরসূরী রূপে মানবসেবা ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের এক চিরস্মরণীয় উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিনা বিশ্রামে টানা ৪৮ ঘণ্টা অপারেশন করতে করতে অসুস্থ হয়ে ১৯৪২ সালে ১০ ডিসেম্বর কোটনিস প্রাণ হারান।

ডাঃ বিজয়কুমার বসু দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন আর জনসেবামূলক কাজে জড়িত থাকেন। ১৯৫৭ সালে বিপ্লবের পরের চিন সরকারের আমন্ত্রণে মেডিক্যাল মিশনের সদস্যরা চিনে যান। সেখানে আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি করেন। বসুর নিজের চিকিৎসা হয় আকুপাংচার দ্বারা। ১৯৫৮ সালে ফের চিনে গিয়ে তিনি এই চিকিৎসাবিদ্যা শেখেন।

আকুপাংচার রোগ নিরাময়ের এক প্রাচীন ওষুধবিহীন চিকিৎসা পদ্ধতি। এর সাহায্যে কয়েক হাজার বছর ধরে সারা বিশ্বে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন অনেক অসুস্থতার সফল চিকিৎসা হয়ে চলেছে। এখন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পর সবচেয়ে বেশি চালু চিকিৎসা পদ্ধতি আকুপাংচার। এতে মানুষের শরীর, রোগ ও রোগ নির্ধারণ আর নিরাময়ের উপায় নির্ণয় সম্ভব বলে, আকুপাংচার আজ স্বাধীন চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে পৃথিবীতে স্বীকৃত। এই চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক মান নির্ধারণ, শিক্ষাক্রম তৈরি আর প্রসারের ক্ষেত্রে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র ভূমিকা অসাধারণ।

১৯৫৯ সালে ডাঃ বিজয়কুমার বসু কলকাতায় আকুপাংচার চিকিৎসা শুরু করেন আর শিক্ষাও দেন।

১৯৭২ সালে কিছু ডাক্তারি ছাত্র ডাঃ বিজয়কুমার বসুর কাছে আকুপাংচার শেখেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্য ধারার আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে প্রাচীন পরম্পরাগত চিকিৎসার সমন্বয় ঘটিয়ে এমন এক নতুন ধারার চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দিয়ে চিকিৎসার খরচ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমানো আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

১৯৭৩ সালে ডাঃ বসুর সভাপতিত্বে ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটি পুনরুজ্জীবিত হয়। কমিটির সব শাখায় আকুপাংচারকে জনসেবার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার ফলে এই চিকিৎসার বিশেষ প্রসার ঘটে। ১৯৮১ সালে বসুর ছাত্রদের উদ্যোগে আকুপাংচারকে ঘিরে কম খরচে এক সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন বা 'ইরিম' সংস্থা। এখন ইরিম, প্রাচীন ঐতিহ্যশালী চিকিৎসাবিজ্ঞান ভিত্তিক সমন্বিত চিকিৎসা-সেবা, শিক্ষা ও গবেষণার এক পরিচিত প্রতিষ্ঠান। ইরিম, আকুপাংচার বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ১৯৯৬ সাল থেকে লাগাতার ভারতে প্রথম, কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। ২০০০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা আই.সি.এম. আর.-এর অর্থানুকূল্যে 'বাত রোগে আকুপাংচারের তুলনামূলক ফলাফল' বিষয়ে প্রথম গবেষণা প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেছে। এখন প্রথাগত পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিপুল খরচ আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত সংকটের সময়ে মেডিক্যাল মিশন, ডাঃ কোটনিস আর ডাঃ বসুর শিক্ষাকে স্মরণে রেখে, ইরিম সেবামূলক ভাবে চিকিৎসা করে। উল্লেখযোগ্য, ইরিম, চিনা আকুপাংচার ও ভারতীয় যোগ চিকিৎসার সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারত-চিন মৈত্রীর বাস্তব উদাহরণও প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। ২০১৪ সাল থেকে ইরিম, ভারতীয় আকুপাংচারিস্টদের সবচেয়ে বড়ো সংগঠন, 'আকুপাংচার সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন (আসা) ইন্ডিয়া'র মুখ্য কার্যালয় হিসাবে কাজ করছে।

মানব কল্যাণকর্মের প্রতি নিষ্ঠার এই ধারাবাহিক ইতিহাসের এইসব ঘটনা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্য ইরিমের নতুন উদ্যোগ 'বিকল্প ব্রত' নামে এক স্থায়ী প্রদর্শশালা নির্মাণ। এই প্রদর্শশালাকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ঘটনাক্রমের ইতিহাস আর দ্বিতীয় ভাগ ১৯৮১ থেকে ২০২৪ ইরিমের যাত্রাপথ। প্রদর্শকক্ষে রয়েছে, ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন, ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস, ডাঃ বিজয় বসু আর ইরিম নিয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র, সেই সংক্রান্ত তথ্য, আকুপাংচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত দুষ্প্রাপ্য বই, আকুপাংচার চিকিৎসায় সেকাল আর একালে ব্যবহার করা সূচ ও অন্যান্য উপকরণ। সংগ্রহশালার ভাবনা ডাঃ দেবাশিস বক্সী আর পরিকল্পনা ও রূপায়ণ অরিন্দম সাহা সরদারের। রবিবার ১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় ডাঃ কোটনিস, ডাঃ বিজয় বসু আর ইরিম নিয়ে 'বিকল্প ব্রত' : ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন' নামে এই স্থায়ী প্রদর্শশালার উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. রামগোপাল আর নাগাল্যান্ডের গ্লোবাল ওপন ইউনিভার্সিটির আচার্য অধ্যাপক শ্যামনারায়ণ পাণ্ডে।

ছবিজীবন থেকে অন্য বিবেক

.

robbar.in ২০ জুলাই ২০২৪

প্রতিদিন রোববার in
রুচিশীল বাঙালির ঠিকানা

এস্রাজের জন্য যিনি

উচ্চাঙ্গসংগীতের অধিবেশনে কেবল সংগত করাই নয়, একক যন্ত্রের মর্যাদাও যে তার প্রাপ্য, এস্রাজকে সেই সম্মানের স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক রণধীর রায়। অপূর্ণ ছেচল্লিশে চলে গিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সেই স্বল্পসময়েই পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে যান তাঁর নিত্যসঙ্গী এই বাদ্যযন্ত্রটিকে। সে কাজের একরকম সূচনা অবশ্য হয়েছিল তাঁর গুরুর হাতে। বিষ্ণুপুর ঘরানার বিশিষ্ট শিল্পী অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই তালিম শুরু হয়েছিল রণধীরের। এস্রাজবাদককে একক সংগীতশিল্পীর মর্যাদায় দেখেছিলেন গুরু, আর শিষ্য ধ্রুপদি হিন্দুস্থানি সংগীতকে আরও বিস্তার দিতে এস্রাজের আমূল সংস্কার ঘটান। একাধিক রাগরূপের মিশ্রণে তিলক-কল্যাণ, সিন্ধু-গান্ধার, মধু-পলাশের মতো নতুন সৃষ্টি করে চলেছিলেন তিনি। সংগীতজ্ঞ কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এক-একজনের জন্য এক-একটা যন্ত্রর সৃষ্টি হয়। যেমন সরোদ আলি আকবরের জন্য, সানাই বিসমিল্লা খান, গীটার ব্রিজভূষণ কাব্রা-র, এস্রাজ তেমন রণধীরের জন্যই জন্মেছিল। অকালে সে চলে না-গেলে সারা দেশ আমার মতের পক্ষে সায় দিত।' শিল্পী মা-বাবার সন্তানও যে শিল্পবোধের দীক্ষা পাবেন, তা অনেকখানি পূর্বনির্ধারিতই হয়ে থাকে। তবে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য প্রশান্ত রায় ও নন্দলাল বসুর ছাত্রী গীতা রায়ের সন্তান রণধীর সেই বোধকে নিজস্ব বীক্ষায় অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন। ১৯৪৩-এর জাতক এই শিল্পী ১৯৮৯ সালে প্রয়াত হন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই অরিন্দম সাহা সরদার-এর সাক্ষীচিত্র 'এস্রাজের রণধীর'-এর নির্মাণ। ২০ জুলাই, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টায় জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি।

রণধীর রায়

এই সময়

২০ জুলাই ২০২৪

বাদ্যযন্ত্র এস্রাজ এবং একজন সাধক

এস্রাজ-সাধক রণধীর রায় তাঁর বাদ্যযন্ত্রকে একক পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। তাই প্রচলিত যন্ত্রটির গঠনের সীমাবদ্ধতা খুঁজে বার করে ধ্বনি ও বাজ নিয়ে পরীক্ষায় রত হন, এবং তাঁর হাত ধরে এস্রাজ রাগসংগীতে অনুষঙ্গ-যন্ত্রের পরম্পরা থেকে সেতার, সরোদ ও সুরবাহারের পাশে একক যন্ত্র হিসেবে মর্যাদা পায়। এখন যাঁরা এস্রাজে রাগসংগীত পরিবেশন করেন, তাঁরা রণধীর পরিকল্পিত যন্ত্রটি ব্যবহার করেন। এস্রাজে যন্ত্র ও যন্ত্রীর আত্মপরিচয় নির্মাণে তাঁর নাম তাই চিরস্মরণীয়। নতুন গৎ, বন্দিশ ও রাগ রচনাতেও তাঁর নাম উল্লেখ্য। গত ৪ জুলাই ছিল রণধীরের ৮০তম জন্মবর্ষপূর্তি। আজ, ৬টায়, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের কক্ষে তাদের ইউটিউব চ্যানেলে অরিন্দম সাহা সরদারের ৬৫ মিনিটের সাক্ষীচিত্র 'এস্রাজের রণধীর' মুক্তি পাবেন। প্রকাশ করবেন দীপেশানন্দ ভট্টাচার্য।

দৈনিক স্টেটসম্যান
৩০ জুন রবিবার ২০২৪
বঙ্গদর্পণ

তুবি তোরঙনামা

তুবিদা (অমিতেশ সরকার) 'আমাদের প্রাণের মানুষ', 'গানের মানুষ'। উত্তরপাড়া তথা ভদ্রকালীতে উনি আক্ষরিক অর্থেই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়। তার অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথমত তিনি খুব ছোটবেলা থেকেই গলা খুলে রাস্তাঘাটে গান গাইতে অভ্যস্ত এবং রবীন্দ্রনাথের গান। দ্বিতীয়ত তিনি ক্লাস টেনে পড়তেই তিনি নকশাল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এবং ১৯৭৩ সাল থেকে উত্তরপাড়া অঞ্চলে নাটক, গান (গণসংগীত) গেয়ে বেরিয়েছিলেন পথে-ঘাটে। এবং তৃতীযত তাঁর 'আড্ডাবাজি'-এর অপরিসীম ক্ষমতা আর মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশার স্বাভাবিক প্রবণতা। 'কথোপকথনে' তুবিদা উনি অপরূপ দক্ষ।

সেই তুবিদার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর টুকরো-টাকরা স্মৃতিচারণ নিয়েই জীবনস্মৃতি-র নিবেদন এবং অরিন্দম সাহা সরদারের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে একটি ধারাবাহিক দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা 'তুবি-তোরঙনামা : অমিতেশ সরকারের দিনলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা' ১৫ আষাঢ় ১৪৩১, ৩০ জুন ২০২৪ রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তিলাভ করল। উদ্বোধন করলেন শিল্পী প্রবালচন্দ্র বড়াল।

এই উপলক্ষ্যে আর্কাইভ কক্ষে সন্ধ্যানুষ্ঠানে ছিল মন্ত্রপাঠ, এস্রাজ বাদন, গান ও কবিতাপাঠের আয়োজন। অংশগ্রহণে নিবেদিতা বিশ্বাস, সুজাতা সাহা, সৌমি মিত্র, মানসী বিশ্বাস, রূপকথা সাহা সরদার, দেবব্রী চ্যাটার্জী, বিয়াস ঘোষ, মৌমিতা পাল, অভিষেক ধর, এবং অমিতেশ সরকার।
অনুষ্ঠান পরিচালনায় জীবনস্মৃতি-র অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদার।

সুখবর

Sukhabar-patrika

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ

www.sukhabar.in SUKHABAR ● 28 JUNE 2024 ● Friday ● কলকাতা ● ১৩ আষাঢ় ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৮ জুন ২০২৪ ● দাম : ৪.০০ টাকা প্রভাতী দৈনিক

জীবনস্মৃতির আষাঢ় সন্ধ্যা

■ তুবিদা (অমিতেশ সরকার) হুগলির উত্তরপাড়ার ভদ্রকালির লোকদের 'প্রাণের মানুষ', 'গানের মানুষ'। উত্তরপাড়ায় আক্ষরিক অর্থেই তিনি অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়। তার ৩টি কারণ। প্রথমত, খুব ছোটোবেলা থেকেই উনি গলা খুলে রাস্তাঘাটে গান গাইতে অভ্যস্ত-- রবীন্দ্রনাথের গান। দ্বিতীয়ত, ক্লাস টেনে পড়তেই তিনি নকশাল আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। ১৯৭৩ সাল থেকে এই অঞ্চলে নাটক, গণসঙ্গীত গেয়ে বেড়াতেন পথে-ঘাটে। তৃতীয়ত, তাঁর 'আড্ডাবাজি'র অপরিসীম ক্ষমতা আর লোকের সঙ্গে মেলামেশার স্বাভাবিক প্রবণতা। 'পথোপকথনে' উনি অপরূপ দক্ষ। তাঁর টুকরো-টাকরা স্মৃতিচারণ নিয়েই জীবনস্মৃতির নিবেদন আর অরিন্দম সাহা সরদারের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে এক ধারাবাহিক দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা 'তুবি-তোরঙনামা : অমিতেশ সরকারের দিনলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা'। আগামী রবিবার ১৫ আষাঢ় ৩০ জুন সন্ধে ৬টায় জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে। উদ্বোধন করবেন শিল্পী প্রবালচন্দ্র বড়াল। এই উপলক্ষ্যে আর্কাইভ কক্ষে সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে থাকবে মন্ত্রপাঠ, এসরাজ বাদন, গান ও কবিতাপাঠের

আয়োজন। থাকবেন নিবেদিতা বিশ্বাস, সুজাতা সাহা, সৌমি মিত্র, মানসী বিশ্বাস, রূপকথা সাহা সরদার, দেবব্রী চ্যাটার্জী, বিয়াস ঘোষ, মৌমিতা পাল, অভিষেক ধর, আর অমিতেশ সরকার।

অনুষ্ঠান পরিচালনায় জীবনস্মৃতির অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদার।

The Telegraph

1 CYCLIST HIT BY HYDRAULIC CRANE, DIES

The Telegraph NO ONE KNOWS OUR CITY BETTER
METRO

RUSTICATE 4 STUDENTS: JU RAGGING REPORT P9 ● NAZRUL MANUSCRIPT TO BE EXHIBITED P9

CALCUTTA SATURDAY 25 MAY 2024

25 May 2024

Nazrul's manuscript to be exhibited

CHANDRIMA S. BHATTACHARYA

Dhiren Das with (right) **Kazi Nazrul Islam.**
Picture courtesy: Jibansmriti archive, Uttarpara

Calcutta: Kazi Nazrul Islam turns 125 on Saturday.

On the occasion of the birth anniversary of the fiery poet-musician, Jibansmriti, an archive in Uttarpara, will exhibit a four-page manuscript of a poem by Nazrul that celebrates his close friendship with singer and actor Dhiren Das.

The manuscript, in Nazrul's handwriting, was in the possession of Dhiren's family.

In 1928, Nazrul was appointed as a singer, composer, and lyricist at Gramophone Company. Dhiren, a singer and music teacher with the company, had an exceptional memory. Nazrul would teach Dhiren his compositions and Dhiren would teach them to other singers exactly as composed by Nazrul.

Music bound their souls together; they were like brothers. Dhiren was the first person to compose the tunes of Nazrul's songs, said Arindam Saha Sardar of Jibansmriti.

Nazrul wanted this deep bond remembered and wrote a poem about it. The poem was gifted to Saha Sardar by Dhiren's son, Arabinda Das.

The manuscript is part of a bigger exhibition on Nazrul that Jibansmriti is inaugurating on Saturday. The exhibition, which will also present rare books and journals on Nazrul, will be dedicated to Nazrul expert Brahmamohan Thakur.

দৈনিক স্টেটসম্যান
২৭ মে সোমবার ২০২৪
বঙ্গদর্পণ

নজরুলের গানের ‘গান্ধারী’ ধীরেন দাস

দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ বলতেন— তুমি আমার গানের ‘ভাণ্ডারী’। তেমনই কাজী নজরুল ইসলামও ধীরেন দাসকে তাঁর গানের ‘গান্ধারী’ বলে ডাকতেন।

নজরুল ইসলামের সঙ্গে ধীরেন দাসের সম্পর্ক ধরা পড়েছে তাঁরই লেখা একটা কবিতায়। সেই কবিতা লেখার একটা নেপথ্য কাহিনি রয়েছে। সালটা সম্ভবত ১৯৩০। নজরুল ইসলাম এবং ধীরেন দাস দু'জনে বসেছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে। নজরুল হঠাৎই বলে উঠলেন, ধীরেন যেদিন তুমি আর আমি কেউই এই সুন্দর পৃথিবীতে থাকব না, সেদিন আমাদের এই মধুর সম্পর্কের কথা কে মনে রাখবে?

ধীরেন দাস কথাটা শোনামাত্র বলে ওঠেন, কাজীদা আপনার আর আমার সম্পর্ক নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলুন না তাহলে। আমরা যখন এই পৃথিবীতে থাকবো না, তখন এই কবিতা পড়ে মানুষজন আমাদের সম্পর্কের কথা জানতে পারবে। আপনার আর দুঃখ থাকবে না, সেই কথা শুনে কাজী নজরুল ইসলাম তৎক্ষণাৎ চার স্তবকের একটি কবিতা লিখে দিলেন তাঁর প্রিয় ধীরেন দাসকে।

যার প্রথম পাতায় লিখে দিলেন, (ধীরেন দাসকে নজরুলের স্বহস্তে লেখা চিঠির সম্বোধনের অংশটির ছবি সঙ্গে দেওয়া হল)।

‘আমার পরম স্নেহভাজন অনুজোপম’
শ্রীমান ধীরেন দাস
কল্যাণীয়েষু...

সেই কবিতার শেষ স্তবকটি ছিল—

‘...আমি ছিলাম ‘বৌ কথা কও’ তুমি ছিলে বিধুর কুহু /তোমার গানে আমার গানে কাঁপতে কানন মুহুর্মুহু।/আমার গানে নামত বাদল, ফুটত কুসুম তোমার গানে,/বাণীর হাতে বেণু বীণা, সুর ও ভাষা আমরা দুহুঁ...।’

১৯২৮ সালে, গ্রামোফোন কোম্পানিতে শিল্পী, গীতিকার, সুরকারের ভূমিকায় যুক্ত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ধীরেন দাস (১৯০৩-১৯৬১) যেখানে শিল্পী এবং সঙ্গীত প্রশিক্ষক। তখনই তাদের দুজনের সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। আসলে কোনও গান একবার শোনামাত্র কণ্ঠে তা ধারণ করার অসামান্য ক্ষমতা ছিল ধীরেন দাসের। কাজী নজরুল এই প্রতিভা ধীরেন দাসকে ‘শ্রুতিধর’ এবং তার গানের ‘গান্ধারী’ বলে ডাকতেন।

কাজী সাহেব ধীরেন দাসকে শিখিয়ে দিতেন গান। তারপর সেই গান ধীরেন দাস শিল্পীদের শেখাতেন। এই সময়ে নজরুল ইসলামের সঙ্গে ধীরেন দাসের সম্পর্ক ছিল দাদা-ভাইয়ের মতো। ধীরেন দাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি নজরুলের গানে নিজেই সুর দিয়েছিলেন নজরুলেরই আন্তরিক ইচ্ছেয়। সেই সুর দেওয়া গান দুটি হল — ‘কালো মেয়ের পায়ের তলায়।’ এবং ‘আর লুকাবি কোথায় মা কালী’।

সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেতা, সুরকার, এবং নজরুল সঙ্গীতের গান্ধারী ধীরেন দাসকে লেখা কাজী নজরুল

ইসলামের দীর্ঘ পাণ্ডুলিপি ধীরেন দাসের পুত্র অরবিন্দ দাস উত্তরপাড়ার জীবনস্মৃতি আকাইভ -এর কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদারের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের পরে নজরুলের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জীবনস্মৃতি আকাইভের নজরুল

জীবনস্মৃতি আরকাইভে রাখা ধীরেন দাসকে লেখা নজরুলের চিঠি দেখছেন ধীরেন পুত্র অরবিন্দ দাস

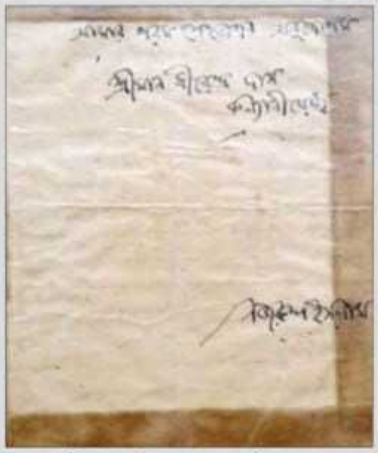

ভাণ্ডার বিভাগের উদ্যোগে আকাইভের ঘরে তা প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে এক সপ্তাহ ধরে। নজরুলের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নজরুল বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকাও প্রদর্শিত হয়েছে। এই আয়োজন কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর প্রিয় শ্রুতিধর ধীরেন দাসের স্মৃতির প্রতি জীবনস্মৃতির শ্রদ্ধার্ঘ্য। প্রদর্শনীটি উৎসর্গ করা হয়েছে নজরুল সাধক এবং গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের স্মরণে।

প্রদর্শনীর ভাবনা ও রূপায়ণে জীবনস্মৃতি'র কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার। শনিবার নজরুলের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ধীরেন দাসের পুত্র অরবিন্দ দাস।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতার কড়চা
২৫ মে শনিবার ২০২৪

অনুপম এক সুর-রসায়ন

১৯২৮ সাল। গ্রামোফোন কোম্পানিতে শিল্পী, গীতিকার, সুরকারের ভূমিকায় যুক্ত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তখন সেখানে আছেন শিল্পী, সঙ্গীত-প্রশিক্ষক ধীরেন দাসও। কোনও গান এক বার শুনেই কণ্ঠে তুলে নেওয়ার দুর্দান্ত ক্ষমতা ছিল তাঁর। প্রতিভামুগ্ধ নজরুল ধীরেনকে বলতেন 'শ্রুতিধর', তাঁর গানের 'গান্ধারী'। নজরুল গান শিখিয়ে দিতেন, ধীরেন সেই গান শেখাতেন শিল্পীদের। সুরের এই রসায়ন এসে পড়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কেও, নজরুল আর ধীরেন দাস *(উপরের ছবি)* যেন অগ্রজ-অনুজ। ধীরেনই প্রথম নজরুলের গানে সুর দেন, নজরুলেরই আন্তরিক ইচ্ছায়। প্রথম গান দু'টি: 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়', 'আর লুকাবি কোথায় মা কালী'।

কলেজজীবনে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সংস্পর্শে এসে প্রথম মঞ্চাভিনয় ধীরেন দাসের, রঘুবীর নাটকে। পরে অভিনয় করেছেন সীতা, চন্দ্রগুপ্ত, প্রফুল্ল, বাসন্তী, বিদ্যাপতি, বিসর্জন, দুর্গেশনন্দিনী নাটকেও। অভিনীত প্রথম সবাক ছবি *ঋষির প্রেম*; *প্রহ্লাদ*, *পথের শেষে*, *সোনার সংসার*, *হাল বাংলা*, *মণিকাঞ্চন* ইত্যাদি ছবিও তাঁর অভিনয়ধন্য। সুর দিয়েছেন *ধনা*, *পথের দাবী* ইত্যাদি ছবিতে। নজরুল-গীতি ছাড়াও রেকর্ড করেছেন রাগপ্রধান, গজল, ভাটিয়ালি, বাউল, আগমনী, স্বদেশি গান, রবীন্দ্রসঙ্গীতও। বিশিষ্ট অভিনেতা অনুপকুমারের বাবা তিনি।

সম্ভবত ১৯৩০ সালের কথা, নজরুল ও ধীরেন এক দিন দু'জনে গ্রামোফোন কোম্পানিতে। নজরুল হঠাৎ বললেন, "ধীরেন, যে দিন আমি আর তুমি কেউ আর এই সুন্দর পৃথিবীতে থাকব না, সে দিন আমাদের এই মধুর সম্পর্ক কেউ কি মনে রাখবে?" ধীরেন বললেন, "কাজীদা, আপনার আমার এই সম্পর্ক নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলুন না! আমরা যখন থাকব না, তখন এই কবিতা পড়ে মানুষ আমাদের সম্পর্কের কথা জানতে পারবে।" নজরুল তৎক্ষণাৎ চার পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখে দিলেন, প্রথম পাতায় 'আমার পরম স্নেহভাজন অনুজোপম শ্রীমান ধীরেন্দ্র দাস কল্যাণীয়েষু' *(মাঝের ছবি)*।

শিল্পী, অভিনেতা, সুরকার ধীরেন দাসকে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের এই দীর্ঘ কবিতার মূল পাণ্ডুলিপি এ বার প্রদর্শ হিসেবে দেখতে পাবেন নজরুলপ্রেমীরা। ধীরেন দাসের পুত্র অরবিন্দ দাস তা দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ'কে। এ বছর কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে, সেই উপলক্ষে আজ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের 'নজরুল ভান্ডার' বিভাগের উদ্যোগে সাত দিন তা প্রদর্শিত হবে ভদ্রকালীর ৭০ রাম সীতা ঘাট স্ট্রিটে আর্কাইভ-ঘরে। থাকবে নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা। প্রদর্শনীর ভাবনা ও রূপায়ণে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদার; তা উৎসর্গ করা হয়েছে নজরুল-সাধক গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের স্মরণে। আজ সন্ধ্যা ৬টায় উদ্বোধন, অন্য দিনগুলিতে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা।

এই সময়

কলকাতা

২৫ মে শনিবার ২০২৪

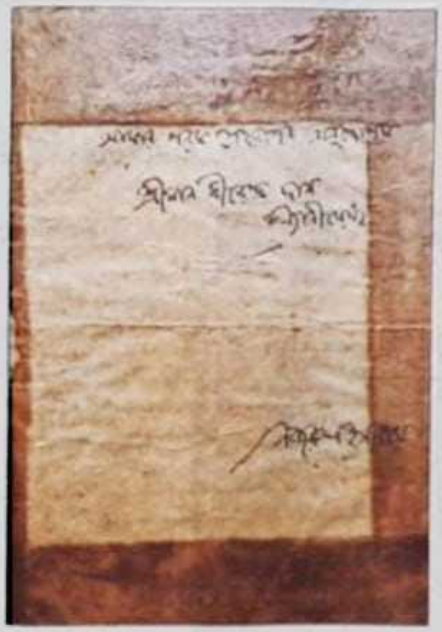

গাহি সাম্যের গান

১৯২৮। গ্রামোফোন কোম্পানিতে শিল্পী, গীতিকার, সুরকারের ভূমিকায় এলেন কাজি নজরুল ইসলাম। ধীরেন দাস সেখানে শিল্পী ও সঙ্গীত-প্রশিক্ষক (ছবি ১, বাঁ দিকে)। গান একবার শুনে কণ্ঠে ধারণ করার ক্ষমতা ছিল ধীরেনের। তাঁর একটি পরিচয়, অভিনেতা অনুপকুমারের পিতা। নজরুল তাঁকে 'শ্রুতিধর' ও তাঁর গানের 'গান্ধারী' আখ্যা দেন। তিনি শিখিয়ে দিতেন গান, ধীরেন শিল্পীদের শেখাতেন। তখন তাঁদের সম্পর্ক দাদা-ভাইয়ের মতো। ধীরেনই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নজরুলের গানে নজরুল ব্যতীত প্রথম সুর দেন, নজরুলের ইচ্ছেয়। সুর দেওয়া প্রথম গান দু'টি 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' ও 'আর লুকাবি কোথায় মা কালী'। ১৯৩০-এ দু'জনে বসেছিলেন অফিসে, নজরুল হঠাৎ বলেন, যখন তাঁরা এই পৃথিবীতে থাকবেন না, তখন এই সম্পর্ক কেউ মনে রাখবে? ধীরেন বলেন এই সম্পর্ক নিয়ে কবিতা লিখে ফেলতে। নজরুল তৎক্ষণাৎ চার পাতার একটি কবিতা লিখলেন, প্রথম পাতায়— 'আমার পরম স্নেহভাজন অনুজোপম/ শ্রীমান ধীরেন্দ্র দাস/ কল্যাণীয়েষু' (ছবি ২)।

এই দীর্ঘ কবিতার মূল পাণ্ডুলিপি ধীরেনপুত্র অরবিন্দ দাস দিয়েছেন জীবনস্মৃতি আকাইভের অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদারকে। পাণ্ডুলিপি যথাযথ সংরক্ষিত হয়েছে। আজ, নজরুলের ১২৫তম জন্মবর্ষের সূচনালগ্ন থেকে জীবনস্মৃতি আকাইভের 'নজরুল ভাণ্ডার'-এর উদ্যোগে আকাইভের ঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা সপ্তাহব্যাপী। এই উপলক্ষে নজরুল বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শনীটি উৎসর্গীকৃত নজরুল-সাধক ও গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুর স্মরণে। প্রদর্শনীর ভাবনা ও রূপায়ণে অরিন্দম।

সুখবর
Sukhabar-patrika
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
www.sukhabar.in
SUKHABAR ● 23 MAY 2024 ● Thursday ● কলকাতা ● ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২৩ মে ২০২৪ ● দাম : ৪.০০ টাকা
প্রভাতী দৈনিক

নজরুলের ১২৫তম জন্মবর্ষে জীবনস্মৃতির শ্রদ্ধার্ঘ্য

শনিবার ২৫ মে কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাতে এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে জীবনস্মৃতি।

১৯২৮ সালে গ্রামোফোন কোম্পানিতে শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার হিসাবে যোগ দেন কাজী নজরুল ইসলাম। ধীরেন দাস (১৯০৩ - ১৯৬১সাল) সেখানে শিল্পী ও সঙ্গীত-প্রশিক্ষক ছিলেন। কোনো গান একবার শোনামাত্র কণ্ঠে তা ধারণ করার অসামান্য ক্ষমতা ছিল ধীরেন দাসের। কাজী নজরুল এই প্রতিভা দেখে ধীরেন দাসকে 'শ্রুতিধর' ও তাঁর গানের 'গান্ধারী' বলে ডাকতেন।

কাজী সাহেব ধীরেন দাসকে শিখিয়ে দিতেন গান। তারপর সেই গান ধীরেন দাস শিল্পীদের শেখাতেন। এই সময়ই কবির সঙ্গে ধীরেন দাসের সম্পর্ক হয়ে ওঠে দাদা-ভাইয়ের মতো। ধীরেন দাসই প্রথম ব্যক্তি যিনি নজরুলের গানে নজরুল ছাড়া প্রথম সুর দেন নজরুলের আন্তরিক ইচ্ছায়। সুর দেওয়া প্রথম ২টি গান — 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' ও 'আর লুকাবি কোথায় মা কালী'। সম্ভবত, ১৯৩০সালে একদিন দু'জনে বসেছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে। নজরুল আচমকা বলে ওঠেন, 'ধীরেন, যেদিন আমি আর তুমি কেউ আর এই সুন্দর পৃথিবীতে থাকব না, সেদিন আমাদের এই মধুর সম্পর্ক কেউ কি মনে রাখবে?' ধীরেন দাস কথাটা শোনামাত্র বলে ওঠেন, 'কাজীদা, আপনার-আমার এই সম্পর্ক নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলুন না তাহলে। আমরা যখন এই পৃথিবীতে থাকব না, তখন এই কবিতা পড়ে লোকজন আমাদের সম্পর্কের কথা জানতে পারবেন। আপনার দুঃখ থাকবে না।' এই কথা শুনে কাজী নজরুল তক্ষুণি ৪ পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখে দিলেন তাঁর প্রিয় ধীরেন দাসকে।

প্রথম পাতায় লিখে দিলেন--

'আমার পরম স্নেহভাজন অনুজোপম
শ্রীমান ধীরেন্দ্র দাস
কল্যাণীয়েষু'

কে এই ধীরেন দাস

গায়ক, সঙ্গীত-প্রশিক্ষক ও নজরুল গীতির 'গান্ধারী' ধীরেন দাস কলেজ জীবনে শিশিরকুমার ভাদুড়ি'র সংস্পর্শে এসে প্রথম মঞ্চে অভিনয় করেন 'রঘুবীর' নাটকে শিশিরকুমারের নায়িকা 'শ্যামলী'র ভূমিকায়। এছাড়া সীতা, চন্দ্রগুপ্ত, প্রফুল্ল, বাসন্তী, বিদ্যাপতি, বিসর্জন, দুর্গেশনন্দিনী, শতবর্ষ আগে প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। নজরুলগীতি ছাড়াও স্বদেশি, রাগপ্রধান, গজল, ভাটিয়ালি, বাউল, আগমনী ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড রয়েছে। তাঁর অভিনীত প্রথম সবাক ছবি ঋষির প্রেম। এছাড়া প্রহ্লাদ, পথের শেষে, সোনার সংসার, বিষক্ষুমায়া, হাল বাংলা, মণিকাঞ্চন প্রভৃতি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। সুরকারের ভূমিকায় ছিলেন খনা,পথের দাবি প্রভৃতি সিনেমায় । তাঁর ছেলে বিশিষ্ট অভিনেতা অনুপকুমার।

সঙ্গীতশিল্পী, অভিনেতা, সুরকার আর নজরুল- সঙ্গীতের গান্ধারী ধীরেন দাসকে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের এই দীর্ঘ কবিতার মূল পাণ্ডুলিপি ধীরেন দাসের ছেলে অরবিন্দ দাস জীবনস্মৃতি আর্কাইভকে উপহার দিলেন। সম্প্রতি তিনি এটি অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদারের হাতে তুলে দেন। সেই পাণ্ডুলিপির যথাযথ সংরক্ষণের পর এবছর ২৫মে (১৪৩১ বঙ্গাব্দের ১১জ্যৈষ্ঠ) কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবর্ষের শুভসূচনা লগ্নে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের 'নজরুল ভাণ্ডার' বিভাগের উদ্যোগে আর্কাইভের ঘরে তা দেখানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে ১ সপ্তাহ ধরে। এই উপলক্ষ্যে নজরুল বিষয়ে দুষ্প্রাপ্য বই আর পত্র-পত্রিকাও প্রদর্শিত হবে। এই আয়োজন কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর প্রিয় শ্রুতিধর ধীরেন দাসের স্মৃতির প্রতি জীবনস্মৃতির শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই প্রদর্শনী উৎসর্গ করা হয়েছে নজরুল সাধক ও গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের স্মরণে।

প্রদর্শনীর ভাবনা ও রূপায়ণে জীবনস্মৃতি'র অবেক্ষক অরিন্দম সাহা সরদার। প্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন ধীরেন দাসের ছেলে অরবিন্দ দাস।

রোজ ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে এই ঠিকানায় — জীবনস্মৃতি, ৭০, রামসীতা ঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকালী। হুগলি - ৭১২২৩২ ।

এই সময়

কলকাত্তেওয়ালি

১৫ জুন ২০২৪

মার্কসবাদ, লেনিন, মৃণাল

যে মার্কসবাদী মতাদর্শকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি ভাবা হত, তার বৌদ্ধিক অনুশীলনে গোড়ায় বিকৃতি ঘটে গেছিল, এই বিকৃত ভাষ্য গ্রাস করেছিল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে— বলেন অনেক চিন্তাবিদ। মার্কসবাদের তাত্ত্বিক অনুশীলনে লেনিনের অবস্থান ছিল ভিন্ন, তিনি হয়ে পড়েন একা, মৃত্যুর পর তাঁর ভাবনা আমল পায়নি। তাঁর অনুশীলন হয় বিকৃত ভাষ্যে, যাকে বলে যান্ত্রিক বস্তুবাদ। কেন এমন ঘটল, চার পর্বে তার দৃশ্য-শ্রাব্য উপস্থাপনা মুক্তি পেল মৃণাল সেনের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। মৃণাল নিজেকে 'প্রাইভেট মার্কসিস্ট' বলতেন, কিন্তু পার্টিতে নাম লেখাননি, বামপন্থায় বিশ্বাস রেখে ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতেন। ১৪-১৫ মে, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে দেখানো শুরু হল পর্বগুলি— সোভিয়েত মার্কসবাদ: যান্ত্রিক বনাম বৌদ্ধিক, একঘরে লেনিন, যা কিছুসব পার্টি লাইন মেনে, এবং ছাঁচে ঢালা বৌদ্ধিক চর্চা। এই চার পর্ব মিলিয়ে 'সোভিয়েত মার্কসবাদের বৌদ্ধিক বিকাশ: একটি পুনর্পাঠ' শিরোনামে বললেন শোভনলাল দত্তগুপ্ত। পরিকল্পনা ও রূপায়ণে কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার। ছবিতে, সোভিয়েত প্রচারপত্রে লেনিন।

SUNDAY TIMES OF INDIA
Bennett, Coleman & Co. Ltd
HAPPY EASTER
MARCH 31, 2024 | PAGES 30 | INCLUDING CALCUTTA TIMES
INDIA'S LARGEST ENGLISH NEWSPAPER
PRICE ₹7

A US district court denies a request for a 'temporary restraining order' to defer the immigration fee hikes that come into force from April 1. Pg Opp

TIMES CITY

March 31, 2024

An 'Akhra' of Ritwik film ad, posters, articles set for launch

Priyanka.Dasgupta@timesgroup.com

Kolkata: A study centre on Ritwik Ghatak is set to be inaugurated at Jibansmriti Archive next Saturday. To be celled 'Ritwik Akhra', the permanent collection will house booklets of the iconic director's 'Ajantrik', 'Bari Theke Paliye', 'Meghe Dhaka Tara', 'Subarnarekha', 'Komol Gandhar' and 'Titas Ekti Nadir Nam'. It will also showcase the original posters of 'Subarnarekha' and 'Jukti Takko Aar Gappo'.

Curator of the collection Arindam Saha Sardar told **TOI** sourcing the booklets had been tough. "Ghatak's films were made on a meagre budget and most were not commercial successes. Producers and distributors were not too keen on investing in making booklets," he said.

Among the eight booklets, Saha Sardar particularly treasures the one designed by Khaled Chowdhury for 'Bari Theke Paliye'. "It's about a boy's escape from his village and the booklet resembles a children's art book. The typography is similar to a child's writing," he said.

AT THE ARCHIVE

- Audio interview of Surana Ghatak
- Articles by and on Ghatak
- Booklets of 8 films
- Advertisement designed by Khaled Chowdhury for 'Nagarik'

(L) Hiran Mitra paints on a wall at Ritwik Akhra; (R) the booklet of 'Subarnarekha'

He also loves the 'Subarnarekha' booklet's focus on the eyes of Madhabi Mukhopadhyay, who had played 'Sita' in the cult film. "In the deep look of her eyes, there is a suggestion of her dreams and aspirations getting lost," Saha Sardar said.

For 'Ritwik Akhra', artist Hiran Mitra has created his posters on Ghatak's cult works. "In the '90s, a festival was organized at Nandan 2 to celebrate Ghatak. His son, Ritaban, had asked me if I would be interested in redesigning the posters of eight of his father's works. I had told him my work would be my interpretations of the films. For 'Nagarik', I used two feet walking down the street as my springboard. For 'Ajantrik', it was a horn. In 'Meghe Dhaka Tara', I felt the protagonist was like a big tree," Mitra said. The series was lost. "I have recreated the series and given all the original works there."

The advertisement for 'Nagarik', designed by Khaled Chowdhury, will also find a place of pride in the archive. "I have sourced all the available writings by Ghatak and tried to collect articles on him. The idea is to create a physical and digital collection of articles by and on Ghatak so that his admirers can refer to them," Saha Sardar said.

৬, সোমবার ২০২৪

আনন্দবাজার পত্রিকা

গাঙভূমের কথা হাওড়া ও হুগলি

‘ঋত্বিক আখড়া’

চলতি বছর ঋত্বিককুমার ঘটকের প্রাক-জন্মশতবর্ষ। সেই উপলক্ষে উত্তরপাড়া জীবনস্মৃতি আর্কাইভের শ্রদ্ধার্ঘ্য ‘ঋত্বিক আখড়া’।

পরাধীন, অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকা শহরে এক হেমন্ত-দিনে জন্মেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। বাকিটুকু ইতিহাস। সেই কালক্রম মেনেই গত ৬ এপ্রিল জীবনস্মৃতি আর্কাইভে তাঁর জীবন ও সিনেমা বিষয়ক সংগ্রহশালা এবং স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষের উদ্বোধন হল। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক তথা ঋত্বিক বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শিল্পব্যক্তিত্ব হিরণ মিত্র এবং চন্দন গোস্বামী। ঋত্বিক ঘটকের উপরে কাজের জন্য সঞ্জয়বাবুকে দেওয়া হয় জীবনস্মৃতি সম্মাননা। ‘ঋত্বিক-আখড়া’র ভাবনা এবং রূপায়ণে রয়েছেন আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার। তিনি জানান, ঋত্বিক আখড়ায় বিভিন্ন ছবির বুকলেট, পোস্টার, দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের সম্ভার রয়েছে। থাকছে ঋত্বিক ঘটকের নিজের লেখা এবং তাঁকে নিয়ে লেখা বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকার মূল ও ডিজিটাল সংগ্রহ। থাকছে তাঁর পরিচালিত আটটি কাহিনিচিত্রের মূল ও ডিজিটাল বুকলেট, পোস্টার, পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপা বিজ্ঞাপন ও ঋত্বিক সংক্রান্ত সংবাদপত্র-কর্তিকা। তাঁর পরিচালিত কাহিনিচিত্র, তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা, তাঁকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রের ডিজিটাল সংগ্রহও রয়েছে। হিরণ মিত্রের ভাবনায় ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি কাহিনিচিত্রের শিল্পরূপ এবং তাঁর তুলিতে ঋত্বিকের একটি বিশেষ প্রতিকৃতি সংগ্রহশালার অমূল্য সম্পদ। কক্ষের বিভিন্ন দেওয়াল সেজে উঠেছে হিরণের রেখা-রঙের গ্রাফিতিতে। ঋত্বিক বিষয়ক গবেষক এবং চলচ্চিত্রশিল্পে যুক্ত ব্যক্তিদের ভিডিয়ো এবং অডিয়ো সাক্ষাৎকার সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে। এই অংশে রয়েছে ২০০৭ সালে অরিন্দমের নেওয়া সুরমা ঘটকের দীর্ঘ একটি অডিয়ো সাক্ষাৎকার।

The Telegraph
CALCUTTA SUNDAY 14 APRIL 2024 ₹7.00

WHY 'RITWIK PUJO' MIGHT NOT BE A FITTING TRIBUTE

The luminosity of the 'dhaka tara'

CHANDRIMA BHATTACHARYA

Calcutta: About five decades after his death, Ritwik Ghatak is becoming an "icon". His name is being pronounced more than ever. Martin Scorsese speaks of him. Calcutta has a Metro station named after him. His gaunt face was always poster material; maybe you will now have it looking at you from T-shirts or mugs, the resting place of icons.

An occasion that may cause a flurry of such activity is at hand: the redoubtable filmmaker is going to turn 100 soon. He was born on November 4, 1925. The centennial celebrations have begun.

Which is why some are afraid. Iconisation has not always been a good thing for the icon. Tagore is proof: worship has not helped an understanding of his works. On the contrary.

A "Ritwik *pujo*" will be doubly tragic because Ritwik's films have hardly ever been understood. More than iconic status, he would have liked his films to find an audience. A large one.

Ritwik Ghatak

His persona always loomed large, though, which is part of the problem. "When he died on February 6, 1976, he was known for his eclectic creativity and alcoholism," says Sanjoy Mukhopadhyay, former professor of film studies at Jadavpur University, Calcutta.

"Ritwik was an anti-establishment figure, a counter-culture presence for the Bengali middle class, which clubs together Michael Madhusudan Dutt, Manik Bandyopadhyay and Ghatak," he laughs.

All three men died when they were around 50 and perfectly fit the artist's prototype as described by Frank Kermode: self-destructive, "lonely, haunted, victimised, devoted to suffering rather than action".

Mukhopadhyay was one of the speakers at Jibansmriti Archive in Uttarpara, about 30km from Calcutta, where Ritwik Akhra, an archive on the filmmaker, was inaugurated on April 6.

The archive intends to bring together Ritwik's films — he made eight feature films and several short ones — his writings, writings on him, posters, film-related material and everything else related to him.

The response has been overwhelming, says Arindam Saha Sardar, founder of Jibansmriti Archive. He has just been gifted a poster of Meghe Dhaka Tara (1960), Ritwik's best-known film, in French. Ritwik has received considerable appreciation in France.

Artist Hiran Mitra has contributed minimalist posters based on Ritwik's films and a portrait to the archive.

Ritwik, says Mukhopadhyay, was branded a Partition filmmaker. He did talk about the Partition, and the life of refugees in Bengal, but his "Partition films" — *Meghe Dhaka Tara*, *Komal Gandhar* (1961) and *Subarnarekha* (1962) — do not depict the Partition. They depict post-Partition trauma and alienation, says Mukhopadhyay.

CONTINUED ON PAGE 4 ▶

Remembering Ritwik, an 'icon'oclast

▶ FROM PAGE 1

Ritwik was more interested in the human predicament than in a particular event.

"This alienation takes place everywhere on earth. People are crossing borders and don't know why. This is taking place in Palestine, on the Mexico border," Mukhopadhyay says. Or on the borders of Europe, or Bangladesh, or India.

Crossing the border is not just moving across two geographically separated places, but also a question of psychic dislocation. Many of Ritwik's characters are dislocated, homeless.

In *Ajantrik* (1958), the protagonist, who treats his battered taxi like a dear human companion, calling it Jagaddal, lives in a godforsaken place. Homelessness runs through *Nagarik* (1952), Ritwik's first film, which was released after his death. Anasuya in *Komal Gandhar* is torn between places. Dislocation is a constant theme in Ritwik.

But the plot in Ritwik's films, most stunningly, is supported by an allegorical framework, which Ritwik created by a radical reworking of our myths.

Another exceptional aspect of his cinema was that though deeply influenced by world cinema — Eisenstein was the greatest influence on him; he rejected Hollywood and its neat storytelling — all the elements of his films remained Indian.

Meghe Dhaka Tara, the story of a refugee family, is inspired by Kalidasa's *Kumarsambhabam*, which is about the union of Rudra, Shiva, the god of destruction, and Uma, the great mother. Their union will lead to the birth of Kumar, who will destroy evil.

But in the crisis that is contemporary reality, this union is not possible. So Rudra and Uma — Shankar and Nita here — are brother and sister. Yet the film re-enacts the myth, coming into focus sharply as Shankar sings "*Je raate mor duarguli*" with Nita joining him. The song itself created history by introducing the sound of a whip to a Tagore song.

Posters of some of Ritwik Ghatak's films

"The song accomplishes the journey between the timeless and the temporal," says Mukhopadhyay.

In the darkness the camera focuses on a stretch of Nita's neck. It is long and curved like the neck of the idol of the goddess. The camera moved between seeing and losing the brother and sister. When they cannot be seen they seem to become part of a mythical time. And then Nita's face, shot at an impossibly low angle, fills the screen. Her eyes are looking elsewhere. A strange light falls on her face.

This is the moment before *bisarjan* when the goddess is floating, just before drowning. The goddess, or the daughter of a refugee family who has looked after everyone, has been sacrificed. This is the trauma of Indian history. Nita's cry, "*Dada, ami banchbo* (Dada, I want to live)," is a cry of the heart that is at the heart of all of Ritwik's works.

The story of Shakuntala is a leitmotif in *Komal Gandhar*, with a comparison with Shakespeare's *Tempest* implicit in it, says Mukhopadhyay.

Ritwik was saying that in Western art, nature helps the movement of the plot, but you cannot displace Shakuntala, take her out of the taposban, nature.

In *Subarnarekha*, Kaushalya, "*Bagdi bou*", a lower caste woman, dies uncared for at a railway station even as her son, Abhiram, who was separated from her many years ago, happens to be present there that very moment.

Abhiram's wife is Sita. An epic has got rewritten for contemporary India.

Mythical creatures disguised as humans travel across Ritwik's landscape. "A philosophical argument is at the heart of Ritwik's films. He is the most cerebral among Indian filmmakers," says Mukhopadhyay.

But when the films were released, they were a bit too much for an audience brought up on films as entertainment and on a certain kind of realism.

Ritwik did not care for realism, or for Hollywood and its storytelling. "He introduced a discursive cultural practice that transcended plot or narrative," says Mukhopadhyay.

For Ritwik, even film as a medium did not matter. In *Cinema and I*, a collection of his remarkable writings and interviews, he says: "Cinema for me is nothing but an expression. It is a means of expressing my anger at the sorrows and sufferings of my people."

Had he found a medium with greater force and immediacy to communicate, he would have chosen that.

An archive will be a reminder of Ritwik. Artist Mitra, who has long been part of the film club movement and was present at the inauguration, feels Ritwik is a weapon against contemporary culture, which is a lack of culture, or the opposite of culture. "We had been burnt by him in our youth," he says.

এই সময়

২৩ চৈত্র ১৪৩০ শনিবার ৬ এপ্রিল ২০২৪

কলকাতা

প্রাক্-শতবর্ষে ঋত্বিক আখড়া

ঋত্বিক ঘটকের প্রাক-জন্মশতবর্ষে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের শ্রদ্ধার্ঘ্য 'ঋত্বিক আখড়া'। ৪ নভেম্বর ১৯২৫, অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকা শহরে তাঁর জন্ম। সেই খাতেই বয়ে গেছে বাকি ইতিহাস। এই উপলক্ষ উদ্‌যাপনে ঋত্বিকের জীবন ও ছবি নিয়ে স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ গড়ে উঠল। কক্ষের দেওয়ালগুলি সেজে উঠেছে হিরণ মিত্রের রেখা-রঙের গ্রাফিতিতে (ছবিতে একটি)। আজ, ৫টায়, সূচনায় সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, হিরণ মিত্র, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ও চন্দন গোস্বামী। জীবনস্মৃতির তরফে ঋত্বিক বিষয়ে প্রকাশিতব্য সংকলন গ্রন্থেরও মুখপাত করবেন তাঁরা। আখড়ায় থাকছে ঋত্বিকের নিজের রচনা ও তাঁকে নিয়ে লেখা বই-পত্রিকা সংগ্রহ, তাঁর আটটি ছবির বুকলেট পোস্টার বিজ্ঞাপন ও পরিচালককে নিয়ে সংবাদপত্র কর্তিকা, তাঁর পরিচালিত ছবিগুলি, এবং ঋত্বিক বিষয়ক ভিডিয়ো সাক্ষাৎকার। ২০০৭ সালে গৃহীত সুরমা ঘটকের অডিয়ো সাক্ষাৎকারও রয়েছে সেখানে। সামগ্রিক ভাবনা ও রূপায়ণে অরিন্দম সাহা সরদার।

প্রতিদিন
১ এপ্রিল সোমবার ২০২৪

ঋত্বিক জাদুঘর

জন্মশতবর্ষের দোরগোড়ায় ঋত্বিক ঘটক। আটটি মাত্র কাহিনিচিত্র, অল্প কয়েকটি তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, না-হয়ে ওঠা 'বেদেনী', 'কত অজানারে' বা 'বগলার বঙ্গদর্শন', তাঁকে অমর করে রেখেছে আবিশ্ব চলচ্চিত্রবীক্ষণে। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে, আত্মযন্ত্রণার দর্পণ হিসাবেই তিনি দেখেছেন সিনেমাকে। উত্তরপাড়ার 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ' এই চির-অভিমানী, চিরদ্রোহী পরিচালকের জীবন ও কাজ নিয়ে তৈরি করছে একটি চর্চা-কেন্দ্র ও স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ, 'ঋত্বিক আখড়া'। এই 'আখড়া'-য় থাকছে ঋত্বিক-বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকা, বুকলেট, পোস্টার ও ছাপা বিজ্ঞাপন। এছাড়াও এখানে সংরক্ষিত হবে তাঁর যাবতীয় চলচ্চিত্র। থাকছে তাঁর প্রতিটি কাহিনিচিত্রর একটি করে শিল্পরূপ, যার মূল ভাবনা হিরণ মিত্রর। একটি বিশেষ প্রতিকৃতি ও গ্রাফিতিও থাকবে এই বিশেষ সংগ্রহশালায়। সমগ্র প্রকল্পটির ভাবনা ও রূপায়ণ অরিন্দম

সাহা সরদারের। ৬ এপ্রিল বিকেল ৫টায় 'জীবনস্মৃতি আর্কাইভ'-এ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন হিরণ মিত্র, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, চন্দন গোস্বামী ও দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা' প্রদান করা হবে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে। গান, নিবন্ধ পাঠ থাকছে সেদিনের অনুষ্ঠানে।

দৈনিক স্টেটসম্যান
১ এপ্রিল সোমবার ২০২৪
বঙ্গদর্পণ

প্রাক জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য 'ঋত্বিক আখড়া'

সালটা উনিশশো পঁচিশ। পরাধীন, অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকা শহরে এক হেমন্ত দিনে জন্ম নিলেন ঋত্বিককুমার ঘটক। বাকিটুকু আজ ইতিহাস। এবং ঐতিহাসিক কালক্রম মেনেই আমরা সেই অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র প্রণেতার জন্ম শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এই বিশেষ উপলক্ষটি উদযাপনের জন্য 'জীবনস্মৃতি আকাইভ' -এক সশ্রদ্ধ নিবেদন 'ঋত্বিক আখড়া'।

ঋত্বিক কুমার ঘটকের জীবন ও সিনেমা বিষয়ক সংগ্রহশালা এবং স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ, যেখানে থাকবে তাঁর বিভিন্ন ছবির বুকলেট, পোস্টার, দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের মতো বিরল সম্ভার। তাছাড়া এই কক্ষের বিভিন্ন দেওয়াল সেজে উঠছে হিরণ মিত্রের রেখা-রঙের গ্রাফিতিতে।

জীবনস্মৃতি আকাইভের 'মৃণাল-মঞ্জুষা'-এর মতোই দর্শক তথা গবেষকদের অনিবার্য গন্তব্য হয়ে উঠবে এই 'ঋত্বিক আখড়া'। এই উদ্যোগের সূচনা হবে আগামী ছয় এপ্রিল, শনিবার, বিকেল পাঁচটায়। সূচনায় সাথি অধ্যাপক তথা ঋত্বিক বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিল্প ব্যক্তিত্ব হিরণ মিত্র, ঋত্বিক সন্ধানী দীপঙ্কর ভট্টাচার্যএবং চন্দন গোস্বামী। জীবনস্মৃতি-এর তরফে ঋত্বিককুমার ঘটক বিষয়ে প্রকাশিতব্য একটি সংকলন গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও করবেন তাঁরা।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা এবং তাঁকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রের ডিজিটাল সংগ্রহ। এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হিরণ মিত্রের ভাবনায় ঋত্বিকি ঘটকের প্রতিটি কাহিনিচিত্রের শিল্পরূপ এবং তাঁর তুলিতে ঋত্বিকের একটি বিশেষ প্রতিকৃতি

প্রথামাফিক অতিথি বরণ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, গান, নিবন্ধ পাঠ, সম্মাননা জ্ঞাপন এবং আলোচনা।

বিশেষে এই দিনে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা 2024' প্রদান করা হবে। তাঁর জীবনব্যাপী নিবিড় ঋত্বিক চর্চা আমাদের স্বদ্ধ করেছে। তাঁর ভাবনাপুঞ্জের অনুসরণে দিগদর্শী সেই চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে সিরিয়াস চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষ। সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে এই সম্মাননা প্রদান আসলে সেই ঋণস্বীকারের আয়োজন মাত্র।

জীবনস্মৃতি আকাইভ-এর 'ঋত্বিক আখড়া'য় থাকবে ঋত্বিককুমার ঘটকের নিজের লেখা বাংলা এবং অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকার মূল এবং ডিজিটাল সংগ্রহ। ঋত্বিক ঘটকের পরিচালিত আটটি কাহিনিচিত্রের মূল ও ডিজিটাল বুকলেট, পোস্টার, পত্রিকা-পৃষ্ঠায় ছাপা বিজ্ঞাপন ও ঋত্বিক সংক্রান্ত সংবাদপত্র-কর্তিকা (পেপার কাটিং)। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত কাহিনিচিত্র, তথ্যচিত্র, এ সংগ্রহশালার এক অমূল্য সম্পদ। ঋত্বিক বিষয়ক গবেষক এবং চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভিডিও সাক্ষাৎকারের একটি সংগ্রহের কাজও ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে। এই অংশে থাকবে দু হাজার সাত সালে জীবনস্মৃতি আকাইভের প্রাণপুরুষ সুরমা ঘটকের একট দীর্ঘ অডিও সাক্ষাৎকার।

'ঋত্বিক আখড়া'-এর ভাবনা, রূপায়নে ছিলেন জীবনস্মৃতি আকাইভ -এর কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার।

সুখবর
Sukhabar-patrika
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
www.sukhabar.in
SUKHABAR ● 30 MARCH 2024 ● Saturday ● কলকাতা ● ১৬ চৈত্র ১৪৩০ ● শনিবার ● ৩০ মার্চ ২০২৪ ● দাম : ৪.০০ টাকা
প্রভাতী দৈনিক

ঋত্বিক আখড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঋত্বিককুমার ঘটকের প্রাক জন্মশতবর্ষে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের শ্রদ্ধার্ঘ্য 'ঋত্বিক আখড়া'। । পরাধীন, অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকা শহরে এক হেমন্ত-দিনে জন্ম নেন ঋত্বিককুমার ঘটক। বাকিটুকু আজ ইতিহাস। আর, ঐতিহাসিক কালক্রম মেনেই আজ আমরা সেই অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্রপ্রণেতার জন্মশতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসেছি। এই বিশেষ উপলক্ষ্যটি উদযাপনের জন্য জীবনস্মৃতি আর্কাইভের সশ্রদ্ধ নিবেদন 'ঋত্বিক আখড়া'। ঋত্বিককুমার ঘটকের জীবন ও সিনেমা বিষয়ে সংগ্রহশালা আর স্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষ, যেখানে হাজির তাঁর বিভিন্ন ছবির বুকলেট, পোস্টার, দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্রের মতো বিরল সম্ভার। জীবনস্মৃতি আর্কাইভের 'মৃণাল-মঞ্জুষা'র মতোই দর্শক তথা গবেষকদের অনিবার্য গন্তব্য হয়ে উঠবে এই ঋত্বিক-আখড়া। এই উদ্যোগের সূচনা হবে শনিবার ৬ এপ্রিল বিকেল ৫টায়। সূচনা সাথি অধ্যাপক তথা ঋত্বিক বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিল্প ব্যক্তিত্ব হিরণ মিত্র, ঋত্বিক সন্ধানী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য আর চন্দন গোস্বামী। জীবনস্মৃতির তরফে ঋত্বিককুমার ঘটক নিয়ে প্রকাশিতব্য একটি সংকলন গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক মুখপাতও করবেন তাঁরা। বিশেষ এই দিনে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়কে 'জীবনস্মৃতি সম্মাননা ২০২৪'এ বরণ করে নেওয়া হবে। তাঁর

জীবনজুড়ে নিবিড় ঋত্বিক চর্চা আমাদের আলো দেখিয়েছে। তাঁর ভাবনাপুঞ্জের অনুসরণে আমরা দিগদর্শী সেই চলচ্চিত্রকারের নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। এই সম্মাননা আসলে বিনীতভাবে সেই ঋণটুকু স্বীকার করার একটি আয়োজনমাত্র।

'ঋত্বিক আখড়া'য় থাকবে

(১) ঋত্বিককুমার ঘটকের নিজের লেখা আর তাঁকে নিয়ে লেখা বাংলা আর অন্যান্য ভাষায় বেরোনো দুষ্প্রাপ্য বই আর পত্র-পত্রিকার মূল আর ডিজিটাল সংগ্রহ।

(২) ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ৮টি কাহিনিচিত্রের মূল ও ডিজিটাল বুকলেট, পোস্টার, পত্রিকা-পৃষ্ঠায় ছাপা বিজ্ঞাপন আর ঋত্বিক সংক্রান্ত সংবাদপত্র-কর্তিকা (খবরের কাগজের কাটিং)।

(৩) তাঁর পরিচালিত কাহিনিচিত্র, তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমা আর তাঁকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রের ডিজিটাল সংগ্রহ। এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হিরণ মিত্রের ভাবনায় ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি কাহিনিচিত্রের শিল্পরূপ আর তাঁর তুলিতে ঋত্বিকের এক বিশেষ প্রতিকৃতি এই সংগ্রহশালার এক অমূল্য সম্পদ। তাছাড়া এই কক্ষের বিভিন্ন দেওয়াল সেজে উঠেছে হিরণ মিত্রের রেখা-রঙের গ্রাফিতিতে।

(৪) ঋত্বিক বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক আর চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত লোকদের ভিডিও সাক্ষাৎকারের একটি সংগ্রহের কাজও এরমধ্যে শুরু করা হয়েছে। এই অংশে রয়েছে ২০০৭ সালে অরিন্দম সাহা সরদারের নেওয়া সুরমা ঘটকের এক দীর্ঘ অডিও সাক্ষাৎকার। 'ঋত্বিক-আখড়া'র ভাবনা ও রূপায়ণে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের কিউরেটর অরিন্দম সাহা সরদার।

এই সময়

কলকাতা

১৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার ২০২৪

বিচিত্র ব্রেশট

ব্রেশটকে নিয়ে বিচিত্র সংলাপ। বাস্তব ও অবাস্তব খেলা, তুমি যে তুমি বা একই সঙ্গে আমিও, মুখোশ খুলে আর পরে। তুমি একই সঙ্গে দৃষ্টিহীন আর তোমার দৃষ্টি প্রসারিতও, নিশ্চল ও সচল, ব্যাখ্যাতীত ও বোধগম্য। হিরণ মিত্রের এই ভাবনা ও ক্যানভাস নিয়েই ছ'মিনিটের দৃশ্য-শ্রাব্য রচনা করেছেন অরিন্দম সাহা সরদার। ১০ ফেব্রুয়ারি, জীবনস্মৃতি আর্কাইভের ইউটিউব চ্যানেলে 'ডেথ মাস্ক' নামে এই উপস্থাপনা মুক্তি পেল। মৃত্যু কেন? এখানে মৃত্যু অর্থে জীবন, একটা প্রথা। পাশ্চাত্যে মৃত্যুর পর মুখের ছাপ বা মুখোশ তুলে রাখা রীতি— ডেথ মাস্ক।

এই সময়

কলকাতা

২১ ডিসেম্বর শনিবার ২০২৪

রবি, ছবি ও তপন

১৯৫৫ সালে যে দিন সোভিয়েত নেতা বুলগানিন আর ক্রুশ্চভ এ শহরে এসেছিলেন, যখন বিবেকানন্দ রোডে দুই নেতাকে দেখতে লক্ষ মানুষের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, তখনই তপন সিংহকে কাবুলিওয়ালা করার অফার দিলেন প্রযোজক অসিত চৌধুরী। লাফিয়ে ওঠেন তপন। তখন কথা চলত, রবীন্দ্রনাথের গল্পের ছবি পয়সা দেয় না। তিনি শুধু ইন্টেলেকচুয়ালদের জন্য। তাঁর গল্প নিয়ে ছবি করার জন্য প্রোডিউসার অফার দিচ্ছেন! কিন্তু শর্ত ছিল, ছবিটা খুব কষ্ট করে করতে হবে। টাকা খুব কম। কাজ চলাকালীন মাসে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে। তপন পরে বলেন, 'একটা পয়সা না পেলেও এ ছবি আমি করতাম। যে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আমার জীবন আবর্তিত হচ্ছে, যে রবীন্দ্রনাথের আমি একলব্য শিষ্য, যিনি আমার জীবনের ধ্রুবতারা— তাঁর কাহিনি নিয়ে ছবি করার সুযোগ পাচ্ছি এটাই তো আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া। ছবি করার জন্য যা দরকার সেই মূল ব্যাপারটাই রবীন্দ্রনাথ করে রেখে দিয়েছেন তাঁর কাহিনিতে। আমার তো করার কিছুই ছিলো না। নিষ্ঠা ভরে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে পেরেছি, তাঁর স্পিরিটটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি, তাই তো অত সাকসেস। আমাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে অভিনয়ের ব্যাপারটা নিয়ে।' এটি বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পায়। বার্লিন ফেস্টিভালে বেস্ট মিউজিকের অ্যাওয়ার্ড পায়।

তপন সিংহ জন্মশতবর্ষে জীবনস্মৃতি আকাইভের শ্রদ্ধার্ঘ্য 'কাবুলিওয়ালা' প্রদর্শনী।

ছবির পাণ্ডুলিপি, ছবি সমালোচনার কাটিং, পোস্টার, লবিকার্ড, ফিল্ম-বুকলেট, স্টিল, অপ্রকাশিত অসম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনের খসড়া থাকছে। ভাবনা ও রূপায়ণে অরিন্দম সাহা সরদার। আজ, ৫টায়, আকাইভ সভাঘরে উদ্বোধনে রাজা সেন। সারা জীবন চলচ্চিত্র সাধনার জন্য তাঁকে জীবনস্মৃতি সম্মাননা ২০২৪-এ বরণ করবেন অণিমা সাহা সরদার ও আশিস আচার্য। থাকছে গান, এস্রাজ, প্রবন্ধপাঠ, আলোচনা। অংশগ্রহণে সুজাতা সাহা, বিয়াস ঘোষ, নিবেদিতা বিশ্বাস, সঞ্জয় দাস ও রূপকথা সাহা সরদার। ছবি ১, সিনেমা পুস্তিকার প্রচ্ছদ; ছবি ২, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার হাতে অসিত চৌধুরী, তপন সিংহ ও মিনির ভূমিকাভিনেতা টিঙ্কু ঠাকুর।

সুখবর
: Sukhabar-patrika
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
www.sukhabar.in
SUKHABAR ● 20 DECEMBER 2024 ● Friday ● কলকাতা ● ৪ পৌষ ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ ● দাম : ৪.০০ টাকা
প্রভাতী দৈনিক

তপন সিংহর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য কাবুলিওয়ালা

■ ১৯৫৫ সালের যেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুশ্চভ আর বুলগানিন কলকাতায় আসেন, যখন সারা কলকাতাব লোক উদ্বেল, বিশেষ করে বিবেকানন্দ রোডে লাখ লাখ লোকের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ২ নেতাকে দেখার জন্য, ঠিক ওই সময় প্রযোজক অসিত চৌধুরী তপন সিংহকে অফার দিলেন কাবুলিওয়ালা করার। শুনে লাফিয়ে ওঠেন তপন সিংহ। সেই সময় ফিল্ম লাইনে মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ অপাঙক্তেয়। তাঁর গল্পের ছবি পয়সা দেয় না। তিনি নাকি শুধু ইনটেলেকচুয়ালদের জন্য সংরক্ষিত। সেই রবীন্দ্রনাথের গল্প নিয়ে ছবি করার জন্য একজন প্রোডিউসার নিজে থেকে অফার দিচ্ছেন! তপন সিংহ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন পাছে প্রযোজক তাঁর মৌনতাকে অস্বীকৃতি ভেবে মত বদলে ফেলেন। কিন্তু শর্ত ছিল ছবিটা খুব কষ্ট করে করতে হবে। টাকা খুবই কম। ছবির কাজ চলার সময় মাসে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

তপন সিংহ এক সাক্ষাৎকারে জানান, '...ওটাই তখন আমার কাছে অনেক। একটা পয়সা না পেলেও এ ছবি আমি করতাম। যে রবীন্দ্রনাথ ঘিরে আমার জীবন আবর্তিত হচ্ছে , যে রবীন্দ্রনাথের আমি একলব্য শিষ্য, যিনি আমার জীবনের ধ্রুবতারা —তাঁর কাহিনি নিয়ে ছবি করার সুযোগ পাচ্ছি এটাই তো আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া।' এই ছবি প্রসঙ্গে তিনি আরো জানান,

দুর্লভ সংগ্রহ নিয়ে

'...ছবি করার জন্য যা দরকার সেই মূল ব্যাপারটাই রবীন্দ্রনাথ করে রেখে দিয়েছেন তাঁর কাহিনিতে। সেটা আহরণ করতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে ভালো করে বোঝা দরকার। সেই অনুভূতি যাঁদের নেই তাঁদের কাছে ব্যাপারটা শক্ত মনে হবে। সত্যজিৎবাবুর কথা ভাবুন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের যে কটি গল্প করেছেন সবগুলি সাকসেসফুল। আমার 'কাবুলিওয়ালা' ছবির কথা ভাবুন না। আমার তো করার কিছুই ছিল না। নিষ্ঠা ভরে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতে পেরেছি, তাঁর স্পিরিটটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি, তাই তো অত সাকসেস। 'কাবুলিওয়ালা' আমাদের এখানে বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডাল পেয়েছে , বার্লিন ফেস্টিভালে বেস্ট মিউজিকের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমাকে পরিশ্রম করতে হয়েছে অভিনয়ের ব্যাপারটা নিয়ে। বাচ্চাদের দিয়ে অভিনয় করানো শক্ত। প্রচণ্ড ধৈর্যর দরকার, অফুরন্ত ভালোবাসার দরকার।'

'কাবুলিওয়ালা' চলচ্চিত্রটি আবারও করতে উৎসাহী ছিলেন তপন সিংহ। তিনি মনে করতেন, এই গল্পের যা মূল বক্তব্য, 'ভালোবাসা', তার চিরকালীন যে আবেদন তা আছে আর থাকবে সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে। শুধু, এই ছবিরই রিমেক করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আর কোনো ছবির নয়।

'কাবুলিওয়ালা' চলচ্চিত্রই তপন সিংহকে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে একজন দক্ষ চলচ্চিত্র নির্মাতার স্বীকৃতি এনে দেয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই উজ্জ্বল নাগরিকের জন্মশতবর্ষে জীবনস্মৃতি আর্কাইভের শ্রদ্ধার্ঘ্য 'কাবুলিওয়ালা' চলচ্চিত্র নিয়ে একটি প্রদর্শনী। জীবনস্মৃতি আর্কাইভ সভাঘরে 'প্রদর্শনী কাবুলিওয়ালা'র উদ্বোধন হবে ২১ ডিসেম্বর, শনিবার বিকেল ৫টায়। উদ্বোধক চিত্রপরিচালক রাজা সেন। থাকবেন বিশিষ্ট স্থপতি আশিস আচার্য। এই প্রদর্শনীর ভাবনা ও রূপায়ণে রয়েছেন অরিন্দম সাহা সরদার। তিনি জানান, 'এখানে রয়েছে কাবুলিওয়ালার মূল চিত্রনাট্য, পোস্টার, বুকলেট, লবিকার্ড, স্থিরচিত্র, চিত্র সমালোচনার মূল সংবাদ কাটিং, অপ্রকাশিত অসম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনের মূল খসড়া। তিনি আরো জানান, এ দিনের নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে মন্ত্রপাঠ, গান, এস্রাজ, সংবর্ধনা জানানো, প্রবন্ধপাঠ, সাড়াজীবনের কাজের জন্য চিত্রপরিচালক রাজা সেনকে দেওয়া হবে জীবনস্মৃতি সম্মাননা। প্রদর্শনী চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রোজ বিকেল ৫টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত।

The Telegraph
MONDAY, 26 FEBRUARY, 2024

DOCUMENTARY MARKS 100 YEARS OF RAY'S ART DIRECTOR

Chandragupta, who opened door to realism

CHANDRIMA S. BHATTACHARYA

Calcutta: The wooden doors in Satyajit Ray's *Pather Panchali* that an irate Indir Thakrun pulls open to leave, angry that she has been accused of encouraging little Durga to steal fruits from neighbours, are ancient, battered, craggy, drained of colour, ready to crumble, yet holding up fiercely, like Indir Thakrun herself. They become her portrait.

These doors were made by Bansi Chandragupta, who is considered by many to be the greatest art director of Indian cinema. From *Pather Panchali* to *Shatranj Ke Khiladi*, he created sets for Ray's films that were stunning in their details and are remembered as worlds of their own. The courtyard in her Kashi (Varanasi) household that

The wooden doors in *Pather Panchali* designed by (right) Bansi Chandragupta

Sarbajaya sweeps and washes in *Aparajito* is a set. So is Wajid Ali Shah's court in *Shatranj Ke Khiladi*, and so are the interiors in *Charulata* that crystallise in their intricate, exquisite detail — the making of the wallpaper by Chandragupta is another story — even as Charu drifts through her own home, beautiful, lonely and a stranger.

This is Chandragupta's centennial year. The screening of a documentary on him, *Bansi, With & Without Ray*, at Uttarpara Cine Club on Sunday was an attempt to remember his remarkable life, which is almost forgotten. The film, made by Arindam Saha Sardar, is an account of Chandragupta's life and work and tells the story with sensitivity and depth without delving too much into biography.

It also reminds us that Chandragupta had not worked for Ray alone.

Chandragupta met Ray in the 40s, after coming to Calcutta from Srinagar, having followed artist Subho Thakur and wanting to be an artist himself. He had been born in Sialkot, now in Pakistan.

He worked as an art director with Ray for *Pather Panchali* (1955), which changed Indian cinema, pushing it away from the theatrical and the melodramatic towards a modern realism. Chandragupta, who formed a celebrated trio with Ray and cinematographer Subrata Mitra, is one of the architects of this change.

In the documentary, filmmaker Moloy Bhattacharya talks about the *Pather Panchali* doors. The house was a real one, in Boral village on the outskirts of Calcutta, where *Pather Panchali* was shot, but the doors were added. Two new doors were broken down, drained of colour and worked on meticulously by Chandragupta.

CONTINUED ON PAGE 6 ▶

Chandragupta, who opened door to realism

▶ FROM PAGE 1

"They became Indir Thakrun's reflection," adds Moloy Bhattacharya.

The process was called weathering, which is ignored now. Weathering adds to the film the markings of time, which turns an inanimate object into a lived reality.

Chandragupta was a master of this art. He breathed life into things and created worlds, lovingly, meticulously and painstakingly. A friendly, humble, joyful person, loved by his friends, he spoke his mind and did not stop working till he was satisfied.

Even Ray, known for his stern adherence to schedule, would wait for Chandragupta to finish a set.

This quest for perfection could lead to brilliant innovation. For Sarbajaya and Harihar's house in Varanasi in *Aparajito*, which was meant to be located in a narrow alley, Mitra wanted dim light on the set and wanted it covered from above. Chandragupta did that; light from below came back reflected from the top as if faint light was filtering in. "This was the beginning of bounce lighting," said Somesh Bhattacharya of Uttarpara Cine Club at the screening, though no one thought of publicising it as that.

The entire train in Ray's *Nayak* is a set created by Chandragupta. The zamindar's house in *Jalsaghar* was the Nimtita palace, but the dance hall was a set in Aurora Studio, Calcutta.

Chandragupta had not been able to study art at Visva-Bharati, but art's loss was cinema's gain, though he continued to draw. It was on the sets of Jean Renoir's film *The River* (1951), which was shot in Calcutta, that Chandragupta worked with renowned production designer Eugène Lourié and was introduced to set-making.

From *Pather Panchali* through the 60s, Chandragupta worked with Ray.

In Bengal, and outside, Chandragupta had worked with several eminent directors, including Mrinal Sen, Tarun Majumdar, Aparna Sen, Shyam Benegal, James Ivory and Kumar Sahani. In the documentary, Mrinal Sen remembered how, for his film *Calcutta 71*, Chandragupta created the interior of a home collapsing in the rain. Majumdar recalled how for his film *Palatak*, Chandragupta would pay for work on the set from his own remuneration. He was not looking for money; he was looking for creative satisfaction. "He told me if you don't make *Balika Badhu*, I will never work with you again," Majumdar says in the documentary.

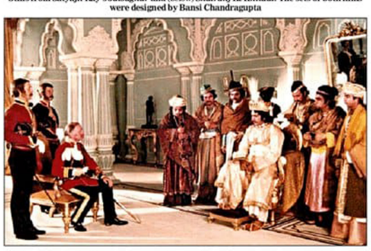

Stills from Satyajit Ray's *Jalsaghar* and (below) ***Shatranj Ke Khiladi*. The sets of both films were designed by Bansi Chandragupta**

The documentary, says its maker Saha Sardar, interviewed people who knew Chandragupta closely. With directors Mrinal Sen, Majumdar, Aparna Sen and Moloy Bhattacharya the documentary, made in 2012, also interviews film editor Dulal Dutta, cinematographers Soumendu Roy and Purnendu Basu, and art directors Suresh Chandra Chandra and Kartik Basu. "We chose to talk to those who knew Chandragupta's work closely, the primary sources," says Saha Sardar.

In the early 70s, Chandragupta left for Bombay, now Mumbai, to work for the Hindi film industry. Despite his brilliance, work did not come easily to him. His quest for perfection often stretched schedules and budgets and all producers were not equally keen to employ him. He refused to toe the line in other ways — he lost his job in a film when he refused to stop smoking in front of Kanan Devi.

He got work in mainstream films, including in *Jungle Mein Mangal* (1972), for which he built a set so spectacular that it became a tourist attraction. But this was not what he was looking for.

When Ray decided to film *Shatranj Ke Khiladi* (1977), he needed Chandragupt back. The film showed Chandragupta's deft hand at recreating grandeur. This would be followed by a fruitful phase. The year 1981 would see the release of three remarkable films, all of which had Chandragupta doing the sets — Shyam Benegal's *Kalyug*, Muzaffar Ali's *Umrao Jaan* and Aparna Sen's *36, Chowringhee Lane*.

Chandragupta would not see the release of all the films. In June 1981, when he was visiting the US with Ray and cinema critic Chidananda Dasgupta, he died of a heart attack. He was 57.

In his early youth in Calcutta, Chandragupta had also been part of Calcutta Group, a radical artists' collective, with Subho Thakur, and had been part of founding Calcutta Film Society. He would be part of the adda at Paradise Cafe attended by Mrinal Sen, filmmaker Ritwik Ghatak, composer Salil Chowdhury, lights designer Tapas Sen and many others who believed in the Left ideology. As "unemployed youths", Chandragupta and Tapas Sen had shared a room.

The documentary on him is shot in black and white. "In a world that is full of colour, a new dimension emerges if colour is drained," says Saha Sardar. Some things need to be shown starkly.

জন্মশতবর্ষে বংশী চন্দ্রগুপ্ত

পথের পাঁচালী থেকেই শিল্প নির্দেশনায় নতুন আলো

বাংলা তথা ভারতীয় ছবিতে নবযুগের সূচনা করেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। বংশী চন্দ্রগুপ্ত। ৬ ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে গেল তাঁর জন্মশতবর্ষ। তাঁর আলো আসুক আজকের দর্শকদের কাছে।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে একযোগে ভারতীয় সিনেমায় নবযুগের সূচনা করেছিলেন যে দুই চিরস্মরণীয় মানুষ, তাঁদের একজন সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্র, অন্যজন শিল্প নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্ত। 'পথের পাঁচালী' থেকে বাংলা তথা ভারতীয় ছবির যে জয়যাত্রা শুরু হল, তারই অবধারিত ত্রিভুজে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে অন্য দুই বাহু ছিলেন সুব্রত মিত্র ও বংশী চন্দ্রগুপ্ত। গত ৬ ফেব্রুয়ারি পেরিয়ে গেল বংশী চন্দ্রগুপ্তের জন্মশতবর্ষ। যে সব কাজ বংশী চন্দ্রগুপ্ত করে গেছেন, সেই সব কাজ নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। যতদিন বাংলা তথা ভারতীয় ছবি বেঁচে থাকবে, ততদিন তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'পথের পাঁচালী' মুক্তি পায় ১৯৫৫ সালে। তার দু'বছর আগে যখন ছবির কাজ শুরু হয়, তখন বংশী চন্দ্রগুপ্তের বয়স ২৯ বছর। কাশ্মীর থেকে যখন কলকাতায় এলেন বংশী, তখন তাঁর চোখে চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন। পাকিস্তানের শিয়ালকোটে জন্ম হলেও তাঁর পরিবার যখন কাশ্মীরে বসবাসের জন্য চলে আসে, তখন তিনি খুব অল্পবয়সি। চিত্রশিল্পী সুভো ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রে কলকাতায় আসেন শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্ত হয়ে পড়লেন সিনেমার সঙ্গে। জাঁ রেনোয়ার তখন 'দ্য রিভার' ছবির শুটিং করতে এসেছেন কলকাতায়। বংশী যুক্ত হলেন এই ছবির শিল্প নির্দেশনা বিভাগে। এবং এখান থেকেই বাস্তবধর্মী সিনেমার সেট সম্পর্কে এক গভীর ধ্যানধারণা তৈরি হল তাঁর ভেতরে। তারপর, যেন অবধারিত টানে তিনি জড়িয়ে পড়লেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। এবং সত্যজিৎ যখন 'পথের পাঁচালী' ছবি করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন এ ছবির শিল্প নির্দেশকের দায়িত্ব নিলেন বংশী। বোড়ালে যখন 'পথের পাঁচালী'র শুটিং চলছে, তখন হরিহরের বাড়ির ভাঙাচোরা একটা দরজা বানিয়ে যে বিস্ময় তৈরি করেছিলেন তিনি, আজও তা একটুও ম্লান হয়নি। ওই দরজাটা যেন হরিহরের বাড়িকে বাস্তবতার চূড়ান্ত অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল।

তারপর সত্যজিতের সঙ্গে তো একটার পর একটা ছবি করেছেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত। 'অপরাজিত', 'পরশ পাথর', 'জলসাঘর', 'অপুর সংসার', 'দেবী', 'তিন কন্যা'— একটার পর একটা। 'চারুলতা' থেকে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' থেকে 'নায়ক'— তাঁর শিল্প নির্দেশনার অমূল্য সব নিদর্শন। স্টুডিওয় তৈরি করা নায়ক-এর ট্রেন দেখে আজও বিশ্বাস হয় না, এটা বংশী চন্দ্রগুপ্তের সেট। মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ', 'আকাশকুসুম', 'কলকাতা ৭১'-সহ আরও ছবি, তরুণ মজুমদারের 'বালিকা বধূ' কিংবা 'পলাতক' (যাত্রিক নামে), নিত্যানন্দ দত্তের 'বাক্সবদল', বাসু চ্যাটার্জির 'পিয়া কা ঘর', কুমার সাহানির 'মায়া দর্পণ', রবীন্দ্র ধর্মরাজের 'চক্র', শ্যাম বেনেগালের 'আরোহণ' থেকে অপর্ণা সেনের '৩৬ চৌরঙ্গী লেন'— একটার পর একটা তাঁর অনবদ্য শিল্প নির্দেশনা। বাস্তবধর্মী শিল্প নির্দেশনার জন্যে শুধু কল্পনায় নির্ভর করতেন না কোনও দিন। কোনও একটা ছোটখাটো জিনিসের জন্যেও কখনও সমঝোতা করেননি তাঁর শিল্পের ক্ষেত্রে। বলতেন, 'না দেখলে যে দেখানো যায় না।'

স্টুডিও-কেন্দ্রিক ভারতীয় সিনেমা যে বাস্তব জগতের মধ্যে নিজেকে দেখতে শুরু করল, তার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত। তিনি নিজেও পরিচালনা করেছেন তথ্যচিত্র— যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গঙ্গাসাগর', 'গ্লিমসেস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল'। বংশী চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন অরিন্দম সাহা সরদার। ৫০ মিনিটের এই ছবির নাম— 'বংশী – উইথ অ্যান্ড উইদাউট রে'। আমরা যখন আমাদের ঐতিহ্যকে তেমন করে মনে রাখতে উদ্যোগী নই, অবিস্মরণীয় মানুষদের কীর্তি সংরক্ষণে ততটা সচেষ্ট নই, তখন এই তথ্যচিত্র অবশ্যই শতবর্ষে বংশী চন্দ্রগুপ্তকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে। কিছুদিন আগে এই তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে শান্তিনিকেতনে। ১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবও এই তথ্যচিত্র প্রদর্শন করল উত্তরপাড়ার নেতাজি ভবনে।

এই তথ্যচিত্রে মৃণাল সেন থেকে অপর্ণা সেন, অনেকেই বংশী চন্দ্রগুপ্তের কাজ নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যা আজকের দিনের দর্শকদের জন্যে জরুরি।

১৯২৪-এর ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। ১৯৮১-র ২৭ জুন মাত্র ৫৭ বছর বয়সে নিউ ইয়র্কে আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।

কিন্তু, যতদিন বাংলা এবং ভারতীয় ছবি বেঁচে থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত। জন্মশতবর্ষে আবার নতুন করে তাঁকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। সেভাবে তাঁর কাজ নিয়ে যথার্থ বিশ্লেষণ, আলোচনা নজরে পড়ে না। যে নতুন আলো জ্বেলেছিলেন তিনি শিল্প নির্দেশনায়, তা আবার আলোকিত করুক চলচ্চিত্র শিল্পকে, আজকের দর্শকদের।

২ মার্চ
২০২৪

ভুল সংশোধন
তথ্যচিত্রের শিরোনাম
'বংশী চন্দ্রগুপ্ত'

এই সময়
কলকাতা ডায়েরি
২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার ২০২৪

‘না দেখলে যে দেখানো যায় না’

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে শিল্প-নির্দেশক বংশী চন্দ্রগুপ্তের মৌলিক অবদান সত্ত্বেও কয়েকজন পরিচালকের কথা ও কাজের প্রসঙ্গে নামোল্লেখ ছাড়া সার্বিক ভাবে এই শতবর্ষীয়ান মানুষটির সৃষ্টির মূল্যায়ন হল না। ‘না দেখলে যে দেখানো যায় না’— এই দর্শন পুঁজি করে প্রায় চার দশক কাজ করে গেছেন তিনি। তখন ভারতীয় দর্শকরা পর্দায় যা দেখছেন, তার রচনা বাস্তব জগতের চেয়ে আলাদা, অর্থাৎ স্টুডিয়োর কৃত্রিম পরিবেশ। বংশী তাঁর সৃষ্টিতে পর্দায় ফুটিয়ে তুললেন বিশ্বাসযোগ্য জগৎ। সত্যজিৎ রায়, সুব্রত মিত্র, দুলাল দত্তের সঙ্গে কাজ করে চললেন। নথি জোগাড় করে ও বিশিষ্টদের স্মৃতিচারণে ৫০ মিনিটের তথ্যচিত্র বানান অরিন্দম সাহা সরদার। এ বার শতবর্ষে দু’টি শো হয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি, উত্তরপাড়া নেতাজী ভবনে, সিনে ক্লাবে উদ্যোগে দেখানো হল ‘বংশী চন্দ্রগুপ্ত’।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলকাতার কড়চা
আনন্দবাজার পত্রিকা
২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার ২০২৪

জীবনমুখী শিল্পী

ভারতীয় দর্শক যখন পর্দায় ক্রমাগত দেখে চলেছেন স্টুডিয়োর কৃত্রিম চিত্র-পট, তেমনই এক সময়ে বংশী চন্দ্রগুপ্ত *(ছবি)* ফুটিয়ে তোলেন বাস্তবধর্মী বিশ্বাসযোগ্য এক জগৎ, যেন জীবনটাই। ভারতীয় ছবিতে দৃশ্যপট রচনায় শুরু হল নবপ্রবাহ। সত্যজিৎ রায় সুব্রত মিত্র দুলাল দত্তের সঙ্গে মিলিত ভাবে কাজ; একে একে মৃণাল সেন তরুণ মজুমদার, হিন্দি ছবিতে রাজেন্দ্র ভাটিয়া বাসু চট্টোপাধ্যায় অবতার কউল রবীন্দ্র ধর্মরাজ শ্যাম বেনেগাল অপর্ণা সেন প্রমুখের সঙ্গেও: নিজেও পরিচালনা করেছেন কয়েকটি তথ্যচিত্র। শতবর্ষী (জন্ম ১৯২৪) শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন এমন বিশিষ্টজনের স্মৃতিচারণে ঋদ্ধ তথ্যচিত্র *বংশী চন্দ্রগুপ্ত* তৈরি করেছেন জীবনস্মৃতি আর্কাইভ-এর কর্ণধার অরিন্দম সাহা সরদার; তাঁকে নিয়ে গড়েছেন আর্কাইভও। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের উদ্যোগে দেখানো হল ছবিটি। সঙ্গে ছিল আলোচনা, রবীন্দ্র ধর্মরাজের ছবি *চক্র*-এর প্রদর্শনও।